# Diamond City West

## Apartment Owners' Association

## Utsab,2023

Apurva's

# FESTIVITIES IN DCW

## Content/ সূচিপত্র

From the Desk of the President, DCWAOA 1
Homage 2

**Memoirs of Puja / পুজোর স্মৃতি**

**আমাদের পুজো** ♦ দীপ্তিময় চ্যাটার্জী 3 **আমার বাড়ির পুজো** ♦ মৌ ঘোষ 10
**আমার চোখে আবাসনের উৎসব** ♦ চন্দ্রা ভট্টাচার্য 44

**Poem / কবিতা**

**আমার বাসা** ♦ গীতা বিশ্বাস 4 **অনেক দিনের পরে** ♦ সন্দীপ মিত্র 8
**তোমার ঘর আমার বাড়ি** ♦ শুভাশিস রায়চৌধুরী 18 **ব্যথা**♦ রিক্তা জোয়ারদার 18
**অনভিমান?** ♦ সুতীর্থা সেনাপতি 24 **আমার বাণপ্রস্থ** ♦ অনন্তলাল বিশ্বাস 38
**তোমাকেই...........**♦ কৌশিক হালদার 52
**Life Is A Rollercoaster** ♦ Ronit Samaddar 58 **প্রকৃতি** ♦ সন্দীপ মিত্র 62

**Essay / প্রবন্ধ**

**The Real Neelakanthas** ♦ Sutapa Rai 5
**Corruption Free India– A Great Vision** ♦ Alak Mazumder 25
**ইলোরার কৈলাস** ♦ রঞ্জন চক্রবর্তী 54 **भगवद्गीता हमारा गौरव** ♦ नेहा त्रिपाठी 50

**Let's Have Some Fun / রম্য রচনা**

**Aaj k Bachche, Baap-Dada se Badke ?** ♦ Sidheshwar Ghosh 14
**মামা কাহিনী** ♦ পার্থপ্রতিম ঘোষ 33

**Me Here / আত্মকথন**

**............and then EMPTY SPACE motivated a PEN and a BRUSH** ♦ Mukta Chowdhury Nandi 47

**Travelogue / ভ্রমণ কাহিনী**

**ভিয়েতনাম শুধু একটি নাম নয়** ♦ ড: সায়ন্তী তালুকদার 40
**Kremlin Diary** ♦ Subash Chandra Misra 59

**Story / গল্প**

**শেষ বেলায়** ♦ রুপা হালদার 19

**Drawing / অংকন**

অনিন্দ্য মিত্র মহাশ্বেতা চক্রবর্তী সৌমিক ব্যানার্জি ঝুমকি চক্রবর্তী শাওনী চক্রবর্তী
অবনীশ ধর ঋষিতা সেনাপতি অগ্নিভ দত্ত আরোহণ মিত্র আদৃতা রায়চৌধুরী শ্রেয়া ঘোষ শান্তনু দাশ

**Photography / ফটোগ্রাফি:**

রঞ্জন চক্রবর্তী অপূর্ব সান্তারা এবং ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট এর অন্যান্য অধিবাসীবৃন্দ

**Cover Page / প্রচ্ছদ:** Mukta Chowdhury Nandi

**Editorial Board / সম্পাদক মন্ডলী:** Kaushik Halder, Rikta Joardar
**Published by / প্রকাশ:** President, DCWAOA

## From the Desk of the President, DCWAOA

**Sharad Shuvechha !!**

Season's greetings to all the residents of DCW, patrons, sponsors and well wishers.

This year also we celebrated the biggest festival of Bengal with all other festivals with much fanfare and enthusiasm in DCW. All the residents cutting across caste, creed and religion came together to celebrate all the festivals from Ganesh puja to Gurpurab.

Our Durga Puja 2023 celebration started with Navaratri and ended with Laxmi Puja.We concluded the Durga Puja with "Ravan Dahan" to commemorate victory of Lord Rama(Good) over Ravana(Evil) and propagate the message of goodness, defeating all nefarious agents of evil to make our society better.

Our in-house talents made our evenings very special by showcasing their artistic skills and mesmerised all.

We also celebrated Shree Shyama Puja, Diwali, Chhat Puja and Gurpurab with much fanfare and enthusiasm.

Our heartfelt gratitude to all resident volunteers who worked in hand-in-hand with the Utsab and Cultural committees to ensure seamless celebration.

Thanks to all patrons and sponsors for their support. Special thanks to all the residents of DCW for coming forward and participating in the activities. Really appreciate your wholehearted support.

We are very happy and proud to witness the stupendous progress of our great country in various fields - sports, culture, economy, research and development and so for many residents in our complex in their personal capacity. Now to continue the momentum of progress, we have to defeat all the divisive and evil forces who are trying to create divisions among families for fulfilling their own interests. We have to not only condemn their activities but also unitedly protect our harmonious relationship. We should rise above personal gains and work towards making the world more inclusive, respectful and humane. Let's be a positive catalyst for making the world better.

Let's embrace Diversity, encourage Inclusiveness and practice Equality to make our society a much better place to live in and pass on the legacy of peaceful, honourable coexistence with Pride to our next generation. Let's spread Love and shun all types of hatred. May the almighty shower blessings of sound health, profuse wisdom, ample peace and abundant happiness on all.

God bless all !!
Best regards
***Sudipta***

# *DCW Pays Homage*

*The last year has seen some of our beloved and respected co-residents leaving us for their heavenly abode. We pay our sincere homage to all the departed souls and extend our heartfelt condolences to the bereaved family members.*

*Once again we pay our profound respect in tearful state to all who have left us for their heavenly abode.*

🙏🙏🙏

# আমাদের পুজো

**দীপ্তিময় চ্যাটার্জী,** টাওয়ার ৪/ ১২ সি

আজ আমাদের আবাসনের ১৫ তম দুর্গাপুজো হতে চলেছে। আমরা ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্টে ২০০৯ সালে প্রথম দুর্গাপুজোর আয়োজন করি। স্থান ছিল চার নম্বর টাওয়ারের কাভার্ড গ্যারেজ। আমরা আমাদের পূজো আয়োজনের শৈশব কাটিয়ে কৈশোর এবং কৈশোর কাটিয়ে সবে যৌবনে পদার্পণ করতে চলেছি। সেদিনের সামান্য আয়োজন থেকে আজ আমরা 'আবাসনের পুজো'র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কলকাতার বিভিন্ন আবাসনগুলোর সঙ্গে সমানে সমানে লড়াই করে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার জিতে নিয়েছি ও জিতে চলেছি। এটা নিশ্চিতভাবেই আনন্দের, নিশ্চিতভাবেই গর্বের। এটা একদিনের প্রচেষ্টায় হয়নি। আমাদের এই আবাসনের সর্বস্তরের আবাসিক এবং নিয়ামক কর্মকর্তাদের চেষ্টা ও পরিশ্রম , ঐকান্তিক আগ্রহ, অদম্য উৎসাহ এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের ফসল - একটি সফল প্রয়াস। আজ ২রা কার্তিক ১৪৩০ সাল, ইং ২০শে অক্টোবর ২০২৩ শুভ মহাষষ্ঠীতে দেবীর বোধন আমরা উদযাপন করতে চলেছি।

মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী , মা জগদম্বার কাছে আমাদের ঐকান্তিক আর্তি -"মা আমাদের জ্ঞান দাও , ভক্তি দাও , সাহস দাও , বল দাও , বিবেক দাও এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা যেন আমাদের আবাসনবাসীর উন্নয়নকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি " - সেই শুভাশিস তোমাদের জন্য, তোমার কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করি। আমরা যেন কখনো না ভুলি, ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট এর মৃত্তিকা আমাদের নয়নের মণি, ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্টের শ্রীবৃদ্ধি আমাদের সম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ। ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্টের কল্যাণ, আমাদের কল্যাণ।

জয় হিন্দ-বন্দেমাতরম

# আমার বাসা

**গীতা বিশ্বাস,** টাওয়ার ৪/৭ই

সময়ের সাথে সাথে চোখের
দৃষ্টিরও হয় তফাৎ,
কমে আসে দূরের দৃষ্টি।
ভাবি এই ভালো কিন্তু তা হয় কোথায়,
আমার তো হয় না তা।
দিনের সাথে সাথে দূরের অতীত হয়ে আসে
আরো নিকট,আরো গভীর, স্পষ্ট,
আর ব্যাপ্তিও অনেক।
আমি হয়ে যাই এক ডুবুরি,
স্মৃতির গভীরে ডুবে ডুবে আনি কত মুক্তা,
কত তার আভা,আর তেজ,কত আগুন,
দহন আর দহন, ক্ষরণ আর ক্ষরণ,
তবুও আমি এর থেকে মুক্তি চাই না,
এই দহন, এই অতীত, এই স্মৃতি,
এই আমার জীবন,
এই আমার ভালোবাসা।
এই ছাইয়ের প্রান্তে আমার অনেক দিনের বসবাস,
এই আমার বাসা।

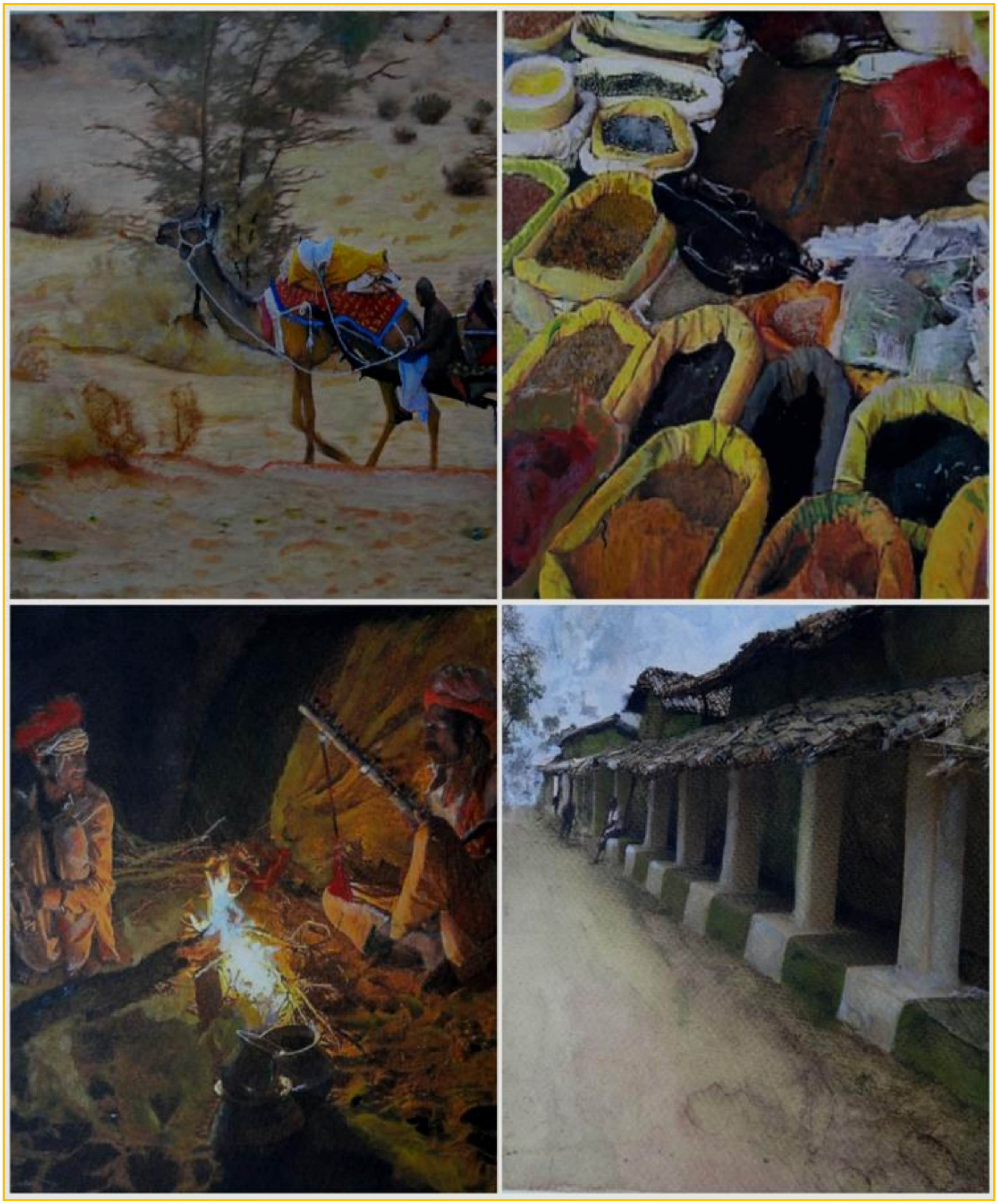

***Anindya Mitra***, T1/6E

## The Real Neelakanthas

**Sutapa Rai**, Tower 2/9F

Lord Shiva or Mahadeva (Lord of the Lords) is worshipped as Neelkantha (One with the Blue Throat) as he drank the deadly poison created by Samudra Manthana (Churning of the Ocean) and accumulated it in His throat (kantha)— which turned blue (neel)—to save the world. Strangely humans do not realize that real life Neelkanthas are plants that hyper-accumulate a wide array of environmental toxins in their body to save their fellow beings. There are plants that can even degrade these poisonous pollutants into harmless products. Even the most humble grasses and weeds can accomplish this noble task.

Not only trees outside homes curb pollution, but even houseplants are a great way to counter

indoor pollution. Harmful volatile organic compounds like benzene, formaldehyde, trichloroethylene, toluene, xylene etc. are released from furnishings, cleaning and disinfecting agents, paints, cosmetics and aerosols. Plants like Aloe vera, Dracaena spp., snake plant, spider plant, money plant, cactuses and others are at our rescue as they absorb these toxins and provide improved air quality indoors. Moreover, in recent times, humans have become slaves in a world that is owned by technology and mere gadgets run their lives.

But little do they realize that these friendly devices are slowly killing them at their back. Once again, the indoor plants are their saviours by absorbing the electromagnetic radiation from these beloved gadgets. They work by detoxifying the air, boost the immune system and increase metabolism. They take all the carbon dioxide present in the room and convert it into fresh oxygen that helps humans breathe better. These anti-radiation indoor plants are really a boon to the human race.

Keeping these plants, also help one to be more energized, lower stress levels, and reduce the frequency of headaches that are often linked to radiation. These real Neelkanthas create toxin-free, radiation-free homes to give families the pureness of breathing so that they live a healthy life. All this remediation the plants do selflessly for others, not expecting anything in return.

Unfortunately, human beings are only capable of giving them a death penalty for this altruistic self-sacrificing attitude. The self-centred human race can only slay them and wipe them out from their own cosy habitats in order to meet their need and greed. Not being able to survive even for a few seconds without the help from the plant world, and depending on them for their every need, it really is surprising how humans even dare to destroy these silent good doers.

## অনেক দিনের পরে

**সন্দীপ মিত্র,** টাওয়ার ৪/১৩ জি

অনেক দিনের পরে হলো দেখা
চোখে চোখে অনেক হলো কথা,
কিছু ছিল আনন্দেতে মাখা
কিছু আবার দুঃখ এবং ব্যথা।
পুর্নিমা চাঁদ ভাসছিল আকাশেতে
তোমার হাতটি ছিলো আমার হাতে,
বসে ছিলে তুমি আমার পাশে
সবুজ ঘাসের পাতা গালিচাতে।
এতো দিনের জমা অনুভূতি
অব্যক্ত কথা ছিল কত,
জমা ছিল পুরানো সব স্মৃতি
মনের অন্তরে শত শত।
দুজনেরই নির্বাক এক ভাষা
জানিয়ে দিলো কত কিছু আরো,
ফেলে আসা আশা ও নিরাশা
কারোর দ্বিধা, দ্বন্দ্ব মনে কারো।
সন্ধ্যা শেষে রাত্রি এলো নেমে
আকাশ পারে যাচ্ছিল মেঘ উড়ে,
সময় শুধু রইলো না তো থেমে
এ ক্ষণ তো আর আসবে না গো ঘুরে,
যাবার সময় এসে গেলো কাছে
আঁখির কোণে জোয়ার ঢলো ঢলো,
নেমে আসে বুকের পরে পাছে
মুখ লুকিয়ে বললে 'চলো চলো'।
অনেক দিনের পরে ছিল দেখা
এই কথাটাই রইলো মনে লেখা।

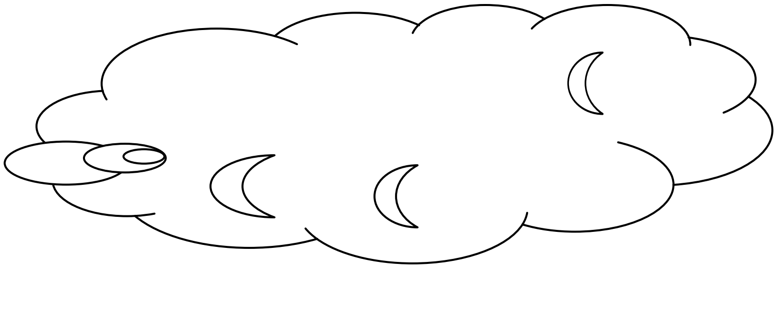

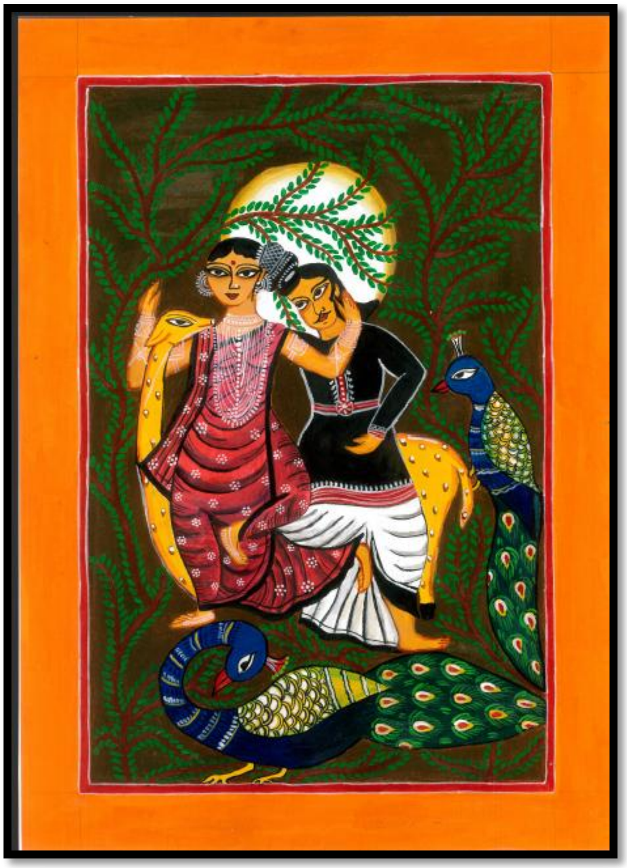

***Jhumki Chakraborty***, Tower 5/3F

# আমার বাড়ির পুজো

**মৌ ঘোষ**,    টাওয়ার ৬/৮এফ

বহুদিন প্রবাসে বসবাস করার ফলে এখানকার দুর্গাপুজোর সাথে এক অপার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। বেশ আনন্দের সাথেই পুজোর দিনগুলি অতিবাহিত হয় এখানে। তবুও পুজো আসলেই ফেলে আসা দিনগুলির স্মৃতি মনকে বড়ই আলোড়িত করে। দুর্গাপুজোর সাথে আত্মার অবিচ্ছিন্ন এক বন্ধনের জেরে পশ্চিমবঙ্গের পুজো আজও স্মরণীয় হয়ে রয়ে গেছে মনে।

পশ্চিমবঙ্গের পুজো বলতে আমার মনে ভেসে ওঠে সুরুল সরকার রাজবাড়ীর দুর্গাপুজো। বীরভূম জেলার শ্রীনিকেতন / শান্তিনিকেতনের নিকটস্থ গ্রাম সুরুল। এই সুরুল গ্রামেই সরকার পরিবারের বাস বহু প্রজন্ম ধরে। সরকারদের আসল পদবী ছিল ঘোষ। সরকার পদবীটা ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সুরুলের সরকার পরিবারের এক সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিয়মিত যাতায়াত ছিল সরকার বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়িতে বসে অনেক গান এবং কবিতা লিখেছেন। পদি পিসির বর্মি বাক্স, দেবদাস, হীরক জয়ন্তী, সমাপ্তি, গয়নার বাক্স - এইসব সিনেমার শুটিং স্থল এই সরকার বাড়ি। হাল আমলের বাংলা টিভি সিরিয়াল রানী রাসমণিরও শুটিং হয় এই রাজবাড়ীতেই। এই সুরুল সরকার বাড়ি আমার আদি পৈতৃক নিবাস।এই বাড়ির দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পুজো। ১৭৩৪ সালে ভরতচন্দ্র সরকারের হাত ধরেই শুরু হয় সরকার বাড়ির দুর্গা পুজো। সেই সময় আটচালায় মায়ের মূর্তি রেখে পুজো করা হতো। সম্ভবত ১৭৮২-১৭৮৪ সালে ভরতচন্দ্রের পুত্র শ্রী কৃষ্ণহরি সরকার দুর্গা মন্দির স্থাপন করে সেখানে পুজোর সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে তার ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি হলে, ছোট তরফের বাড়িতেও আলাদা করে শুরু হয় পুজো।

এই দুর্গা বাড়ির মাঝখানে নাটমন্দির, চতুর্দিকে দালান আর রাজবাড়ী। বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড় লন্ঠন শোভা পাচ্ছে রাজবাড়ীর বহু অংশে। প্রায় ২৮৫ বছরের পুরনো এই সরকার বাড়ির পুজো আজও নিখুঁতভাবে প্রাচীন প্রথা মেনে উদযাপিত হয়। রথের দিন কাঠামোর পুজো হয়। তারপর এক মৃত্তিকা, দুই মৃত্তিকা সহযোগে প্রতিমা গড়ে তোলা হয়। মহালয়ার দিন থেকে রং দেওয়া শুরু হয়। বহু প্রজন্ম ধরে একই শিল্পীর পরিবার মায়ের প্রতিমা গড়ে আসছে। বাড়ির ছেলেরাই দেবীপ্রতিমাকে সাজানোর কাজে হাত লাগায় পঞ্চমীর দিন থেকে। ডাকের সাজে সজ্জিতা এবং স্বর্ণালংকারে ভূষিতা হন দেবী প্রতিমা। দুর্গা মায়ের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকেই পুজোর যাবতীয় খরচাদি সম্পন্ন হয়। দুর্গা বাড়ির গুদাম ঘরে দ্বিতীয়ার দিন থেকে ভিয়েন চড়ে। এখানে মা দুর্গার প্রসাদের

কদমা, মন্ডা এবং অন্যান্য মিষ্টান্নাদি তৈরি হয়। প্রতিবছর তৃতীয়ার দিন আমরাও সপরিবারে হাজির হতাম সুরুলের বাড়িতে। সেই সঙ্গে একে একে সব আত্মীয় পরিজনদের আগমন ঘটতো। দেশে-বিদেশে বসবাসকারী জ্ঞাতি, আত্মীয় পরিজনরা সবাই পুজোর সময় একত্রিত হত। শুরু হয়ে যেত গমগমে বাড়িতে তুমুল হৈচৈ। এই সময় চতুর্দিক পুজোর আমেজে ভরপুর। প্রকৃতি এক অসামান্যরূপে সজ্জিতা--শরতের আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা।স্বর্ণালী রৌদ্রের ছটায় ঝলমলে পরিবেশ--সুদূরপ্রসারী সবুজ ধান খেত, দূর দূরান্তে কাশফুলের সারি যেন শরৎকে আহ্বান জানাচ্ছে। শিউলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে বাতাসে। প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ আর কাঁসর ঘন্টার আওয়াজের প্রতিধ্বনি দেবী দুর্গামায়ের মর্তে আগমনের আনন্দ বার্তা বয়ে আনছে।

আমাদের নাড়ু কোচড়ে বেঁধে ধান ক্ষেতের আলে আলে ঘুরে বেড়ানো, পুকুরে স্নান করা, চুটিয়ে গল্প গজল্লা, একসাথে মাটিতে বসে শালপাতায় খাওয়া, দুর্গা দালানে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা গল্প - এইসব সুখ সমৃদ্ধ অনুভূতির জোয়ারে নিজেকে ভাসিয়ে দিতাম।

পুজো শুরু হবার কয়েকদিন আগে বাড়িতে ময়রা এসে পান্তুয়া, রসগোল্লা, বোঁদে এবং অন্যান্য মিষ্টান্ন তৈরি করে। এই সময় কয়েকটি বিশেষ পদ মধ্যাহ্নভোজনের পাতে পড়ে, যেমন ডুমুরের তরকারি, কচুঘন্ট, মাছের টক ইত্যাদি। পুকুরের টাটকা মাছের হরেক রকম পদের গন্ধে রসুইঘর ম ম করে।

ঢাকের তালে বাড়ির ছেলেমেয়েদের নাচ চলে পুজোর  প্রতিটি দিন। পুজোর তিন দিন বড় বড় রঙিন পাখা, চামর দুলিয়ে আরতি হয়। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে বলিদান প্রথা। তিন দিন রাত্রে যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। নবমীর দিন সাঁওতাল মাঝিদের দল বাড়ি বাড়ি এসে নৃত্য প্রদর্শন করে। এই নৃত্য দেখার মত।

বনেদী সরকারদের এই দুর্গাপুজো অপার ঐতিহ্যশালী। বহু নামী শিল্পী, তারকারা দুর্গাপুজোর সময় সরকার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। পুজোর সময় আমার এই বাড়ির প্রতি এক অদ্ভুত টান অনুভূত হয়। নিয়মিতভাবে প্রতিবছর পূজোয় উপস্থিত থাকতে পারি না সুরুল বাড়িতে। কিন্তু ছোটবেলায় এই বাড়িতে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের সুখ স্মৃতি মনের আনাচ কানাচ ভরিয়ে রাখে পরিপূর্ণভাবে। যেন এক আনন্দঘন টানাপোড়েন চলে মনের আকাশে --- যখন ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুজোর গন্ধ বাতাসে---- পবিত্র মন্ত্র বাণী ভুবনকে ভরিয়ে তোলে স্নিগ্ধতার সাত্বিক আবেশে-----

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

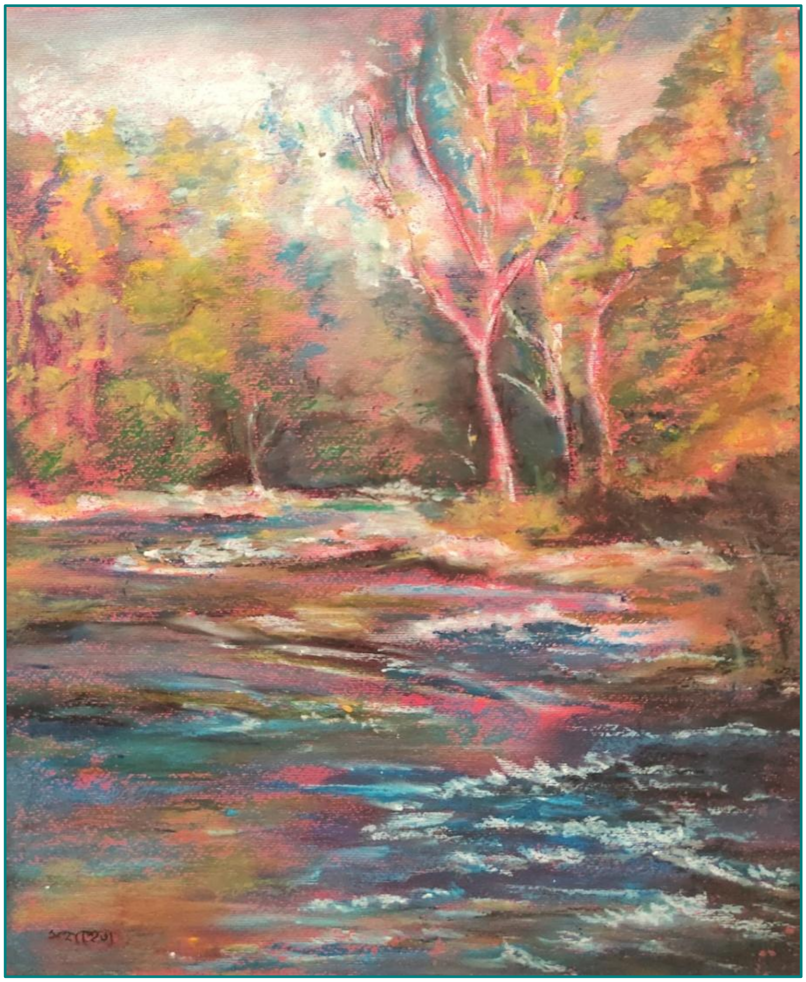

***Mahasweta Chakraborty***, T 5/9E

## Aaj k Bachche, Baap-Dada se Badke?

**Sidheshwar Ghosh**, Tower 10/3F

We often hear parents making comments, that their children are more intelligent than them. It is hard to figure out if this is just parental pride or their own frustration with the generation gap masked as appreciation or if there is a genuine difference in IQ between the two generations.

Apparently, there is research on this subject. Intelligence of the population as a whole has been increasing over the 20th century. This was studied by a New Zealand psychologist, Mr. James R. Flynn.

He found that average IQ scores in the United States had increased by about 3 points per decade since the early 20th century. This trend has been observed in other countries as well, and the average IQ score has increased by about 15 points worldwide since the early 1900s.

Named after him, this effect is called the **Flynn Effect**.

Researchers have noticed that when they look at scores from intelligence tests taken by different generations, they find that people today are scoring better on those tests than people in the past. This means that people are becoming smarter or more intelligent over passage of time.

There are many reasons why this could be happening. Some experts think it's because we have better access to education and information than before. We have more schools, better teaching methods, and more opportunities to learn. Also, improvements in technology and our environment could be contributing factors.

However, it's important to remember that the Flynn effect doesn't mean that every single person is getting smarter. It just shows that, on an average, people are doing better on intelligence tests.

But recent studies in US and Europe conducted between 2006 and 2018 say that the Flynn effect is no longer working. In US, they are even observing Reverse Flynn effect. The next generation has a slightly lower performance scores in IQ tests compared to the previous generation.

Whereas it is difficult to find the exact reason for the stagnation or decline in IQs, some sociologists who study the impact of technology on the population blame it on the "Mobile Internet".

These commentators say that whereas Mobile Internet might have made 'access to information" easier, it has negative effects on "attention and deep thinking". It is possible that due to these negative effects, younger generation is performing slightly poorly on these IQ tests.

My personal experience is that due to Auto Correction in the Computers and in mails, my personal confidence on the spellings of some of the not so regularly used words are very low. So is the case in writing a grammatically correct sentence. As I know, anything improper shall be indicated or corrected by the system. My ability to do any calculations mentally (without any aids), has as well taken a hit and I tend to get any calculations verified by using some aids. Earlier I used to be very confident and take pride on all these matters.

Of course, these shortcomings can't be considered as a decline in IQ but must be seen as priorities being changed.

On the other hand, I find the present generation kids to be more independent than us; very confident, very clear about what they want in life and of course much more tech savvy.

So, where do we stand on this?

1. Our next generation (not just your own children) is more intelligent because of so much more access to information, better teaching, easy access to friends and guides through better communication channels.

OR

2. The negative effects of an always-on Mobile Internet is bringing down their attention spans, thinking abilities and overall learning.

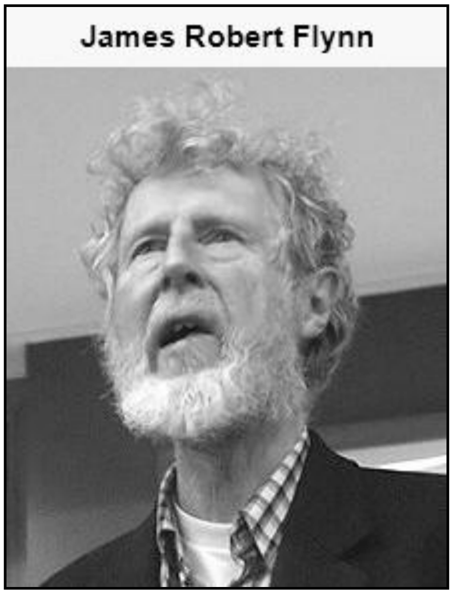


**Known for his studies on the increase of IQ scores throughout the world, which is now known as the Flynn effect.**

## Drawings by Aajke Bachhe of DCW

***Rishita Senapati***, T5/5H

***Agniva Datta***, T5/9C

***Abanish Dhar***, T1/6H

## ব্যথা

**রিক্তা জোয়ারদার,** টাওয়ার ৪ / ৭এইচ

আঁকিবুকি করে শূন্যতা
পুষেছি বুকে তবু পূর্ণতা।

সুদিন আসবে বলে তাই
একটু অপেক্ষা করে যাই।

ইচ্ছেগুলো ভাবনা ছড়ায়
পূরণ হবার আর কি বাকি,
হাতটা ধরার একটু নেশায়
আজও আমি একলা হাঁটি।

মনের ঝড়ের মিলনমেলায়
উড়ছি ভীষণ একলা আমি,,
পাওয়া না পাওয়ার অঙ্ক কঠিন
অসম এক সমীকরণ।

শূন্য আমি অবাক সুরে
যাচ্ছি আমি অনেক দূরে,
অবুঝ মনের না বলা কথা
বুঝলো না কেউ আমার ব্যথা।

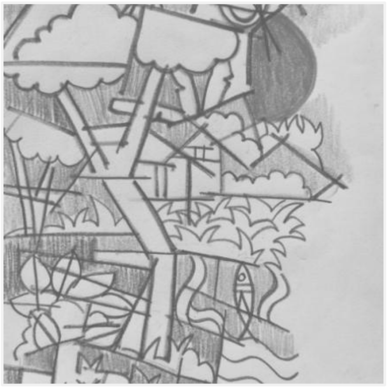

## তোমার ঘর আমার বাড়ি

**শুভাশিস রায়চৌধুরী** টাওয়ার ৪ / ৭এইচ

পথের ধারে গাছের সারি
এই না পথে আমার বাড়ি,
দুই ধারে তার সবুজ মাঠ
নদীর ঘাটে বাজার হাট।

তুমি আমি আমরা সবাই
দেখে আসছি জীবন ভর
মাটি ছাড়া আর কিছুতেই
পোঁতা যায় না মূল শিকড়।

নাম লাগে না মিথ্যে কোনো
বাড়তে উচ্চতাতে,
ছিলনা আর কোনই পিছু ডাকা
ইশারাতে পা গুটিয়ে
মেলে দিলাম পাখা....

নেমে আসে এখানে মায়া থই থই
জমা রাখি সেখানে স্বপ্ন কতই
বেঁচে থাকে এখানেই আগামীর দিন
আমরাই আমি, তুমি স্বপ্ন রঙিন।

তোমার এখন অন্য শহর
প্রেমের অন্য পাড়া,
আকাশ ছুঁয়ে চেয়ে থাকে
একলা শুকতারা।

যদি আবার আসো ফিরে,
ফের কিছু গল্প হবে,
জমে থাকা ঘেন্নাগুলো
আরো একটু অল্প হবে।

## শেষ বেলায়

**রুপা হালদার,** টাওয়ার ১০/১২সি

শিল কাটাউ....বে......শিল কাটাউ.....বে...অনেক দূর থেকে আওয়াজ টা ভেসে আসছিল শীতের দুপুর বেলায়। গলিতে পাড়ার বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলার চেঁচামেচিতে সে ডাক ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যেতেই খবরের কাগজটা বিছানায় রেখে চশমা খুলে অশক্ত শ রীরে ধীরে ধীরে ধুতির খুঁটটা ভাল করে গিঁট দিয়ে বারান্দার রেলিং ধরে সাবধানে একটু ঝুঁকে দুর্বল কানে আওয়াজটা কতদূরে বোঝার চেষ্টা করছিলেন বছর পঁচাশির অম্বরীশ বাবু। পুরোনো আমলের বাপ - ঠাকুর্দার বাড়ি। লোহার রেলিং গুলো মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। বেশী ভার সহ্য করার ক্ষমতা নেই। ঘর আর বারান্দা নিয়েই এখন অম্বরীশ বাবুর জগত। এই বাড়িতেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মাঝের চাকরিজীবনটা বাইরে বাইরে কেটেছে ঠিকই। কিন্তু রিটায়ার করার পর আবার নিজের বাড়ির টানে, পুরোনো পাড়ার টানে ফিরে আসা। ছেলেমেয়েরা সবাই বাইরে যে যার চাকরিস্থলে।

আগে নিয়মিত পাড়ার ক্লাবে আড্ডা দিতে যেতেন। তাস , ক্যারাম খেলতেন পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। জমজমাট ছিল ক্লাবঘর। রিটায়ার্ড লাইফ বেশ আনন্দেই কাটছিল। শীতকালে পিকনিকে সবাই হৈ হৈ করে আনন্দ করতো। বন্ধুদের সঙ্গে কত ছোটো ছোটো ট্রেকিংয়ে গেছেন। কত আনন্দের দিন ছিল সেসব। কো ভিড এসে জীবনের ছন্দটাই নষ্ট করে দিয়েছে। একে একে বন্ধুদের জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে এই কোভিড। বন্ধুবিয়োগ এই বয়সে মেনে নেওয়া কঠিন। বাস্তবটা মানতে ভয় হয়। একে একে পিকনিকে যাওয়ার লোকসংখ্যা কমতে থাকে। পিকনিকটা জীবন থেকে উঠেই গেলো। সেই থেকে গৃহবন্দী করে ফেলেছেন নিজেকে। এই বয়সে কোমর্বিডিটি সবারই একটু আধটু থাকেই। ছেলেমেয়েদের শাসন আর সাবধানবাণীতে আর বাড়ির বাইরে পা না রাখতে রাখতে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন সমাজ থেকে। বন্ধুদের শেষ যাত্রায় না যেতে পারার দুঃখটা এখনও কুরে কুরে খায় অম্বরীশ বাবুকে। গত বছরে স্ত্রী চলে গে লেন। এই বয়সে স্ত্রীবিয়োগ বড্ড বেদনাদায়ক। আটান্ন বছরের সম্পর্ক নেহাত কম কথা নয়। টালমাটাল করে দিয়েছে জীবনটা। একাকীত্ব ঘিরে ধরেছে ওঁনাকে। প্রতিটা মুহূর্তে টের পান স্ত্রীর অনুপস্থিতি। জীবনের এক -একটা দশক যেন এক একটা মোড়। সেই মোড় কখনো বাঁকা , কখনো সোজা, কখনও আনন্দময়। অবসরের পর যেন এই মোড়ের বৈচিত্র্য, ক্যানভাস দ্রুত পরিবর্তন হয়। মনে হতে পারে হয়ত এমনটা হওয়ার ছিল না।

কিন্তু সব তো মানুষের হাতে থাকে না। জীবনের সব হিসেব মেলে না। আপনি ভাবছেন এক আর হবে আর এক। ভালোমন্দ সবটুকুই নিয়ে চলতে হয় আমাদের। বেঁচে থাকার কৌশল সবাই কে শিখতে হয়।

নিঃসঙ্গ জীবনে বৈচিত্র্য বলতে গলির মুখে বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলার চেঁচামেচি আর সন্ধেবেলায় টিভিতে চেঁচামেচি দেখা। রোজ বারান্দায় আরামকেদারায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ওদের খেলা, ঝগড়া, ভাব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে বল বারান্দায় এসে পড়লে অশক্ত শরীরে বল ছুঁড়ে দেন। ওরা বাড়ি ফিরে গেলে যেন ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে। গলির মুখে লাল ডাকবাক্সটা চিঠির আশায় থাকতে থাকতে ধুলিধূসরিত বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চিঠি ফেলাতো দূরের কথা , কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। গলির হ্যালোজেন আলো গুলো আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। এখন আর আগের মতন প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে সন্ধেবেলায় হারমোনিয়াম নিয়ে গান রেওয়াজের সুর ভেসে আসে না। তবে বাচ্চাগুলোর কলবলানি যেন বাঁচার অক্সিজেন। সামনের বাড়ির বৃদ্ধা বৌদি মাঝে মাঝে ঝুল বারান্দা থেকে খবর নেন। "ঠাকুরপো খেয়েছো? আজ বেশ ঠান্ডা। বেশিক্ষণ বাইরে থেকো না।"এমনই টুকটাক খবরাখবর। এই আন্তরিকতার জন্য ফিরে আসা বুড়ো বয়সে ঠাকুর্দার ভিটেতে। কেউতো খোঁজ খবর নেন ! মনে মনে ভাবেন , বৌদি, তুমি আমার আগে চলে যেও না। ফেলে যাওয়া পাড়ায় কালের নিয়মে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু দু একটা মণিমুক্তো এখনো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখনো পিঠে পুলি পায়েস করলে পাড়ার বৌমারা দিয়ে যায়। সে যে কত আনন্দের, তৃপ্তির!

একাকী জীবনে বাড়ির পুরোনো চাকর দীননাথই এখন অম্বরীশ বাবুর একমাত্র ভরসা। সেই এখন ওনার সর্বক্ষণের সঙ্গী। অম্বরীশ বাবুকে রেলিঙে ঝুঁকে পড় তে দেখে দীননাথ চেঁচিয়ে উঠে বললো , "আরে, করেন কি কত্তামশাই!? এক্ষুণি তো হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাবেন নীচে।"

"আরে না, শিল কাটানো লোকটা কোথায় মিলিয়ে গেল তাই দেখছি।"

"শিল কাটানোর লোক ডেকে কি হবে ? এখন তো মশলা আর শিল নোড়ায় বাটা হয় না। সব মিক্সিতে হয়।"

"জানিস দীনু, ছোটবেলায় এই শিল কাটানোর লোক পাড়ায় ঢুকলে সবার বাড়িতে শিল কাটিয়ে বাড়ি যেত। আমাদের উঠোনে বসে যখন শিল কাটাতো তখন আমরা ভাইবোনেরা তাকে ঘিরে ধরে শিল কাটানো দেখতাম। ময়লা থলে থেকে ছেনি হাতুড়ি বার করে ঠুকে ঠুকে যখন শিল কাটাতো, মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি বে রোতে দেখে অবাক হয়ে যেতাম। পাথর কাটার অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরোতো সেটা যেন আজও নাকে লেগে আছে। পাথর কেটে শিলে নকশা তুলতো শিলকাটাউরা । কখনো ফুল , কখনো মাছ । আবার কখনো জ্যামিতিক ডিজাইন। আমার ঠাকুমা বড় শিল নোড়া , ছোটো শিল, ভাঙা শিল, ডাল ভাঙার যাঁতা, চন্দনপিঁড়িটাও পর্যন্ত বার করে দিতেন। প্রতিবছর ওদের টাকা রোজগার হত। এখনতো কেউ শিল কাটায় না।তাহলে কি ঐ পেশাটা উঠে গেল? এতদিন বাদে সেই সুরে ডাকতে শুনে উঠে এলাম বিছানা থেকে।"

"চলুন ঘরে চলুন। ঠান্ডা পড়েছে বেশ এ ক 'দিন। আমি নীচের ঘরের খড়খড়ির জানলাগুলো বন্ধ করে চা আন ছি "। অম্বরীশবাবু অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন। একটু বাদে দীননাথের সঙ্গে কারুর বাদানুবাদের শব্দ ভেসে এলো নীচ থেকে .....বলছি তো শিল নোড়া আমাদের কাটাতি লাগবে না। আজকাল সবাই মিক্সিতে মশলা বাটে। কে বাপু ঐ শিলনোড়া দিয়ে ঘসর ঘসর করে মশলা করবে। তুমি এখন এসো বাপু। শিলকাটানোওয়ালাও নাছোড়বান্দা। তুমি মাকে বলো না যে রামু এসেছে শিল কাটাতে। মা প্রতিবার চন্দনপিঁড়ি আর পোস্ত বাটার ছোটো শিল আমার কাছ থেকে কাটিয়ে নেয়। এবারও আসতে বলেছিলেন। মাকে একবার ডেকে দাও না। অম্বরীশবাবু দীননাথকে ডেকে বললেন, "কে রে দীনু"?
"আপনার সেই শিলকাটানোওয়ালা। যার ডাকে আপনি একেবারে হুমড়ি খেয়ে দেখতিছিলেন। তিনি স্বয়ং এসে হাজির হইয়েছেন। এবার কি করবেন করুন। মা নাকি প্রতিবার ওকে নেমন্তন্ন দিতো শিল কাটানোর জন্যি। যত বলছি লাগবে না তবুও সে শুনবে না।"

"আহ, চুপ কর! " কত্তামশাইয়ের গলা পেয়ে রামু যেন হাতে চাঁদ পেলো। কাঁচুমাচু হয়ে বললো , আজ সারাদিনে বাবু একটা কাজও জোটেনি। তাই.....

"থাক্ থাক্"। পাঁচশো টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তুমি প্রতিবছর মায়ের শিলনোড়া, চন্দনপিঁড়ি কাটিয়ে দিয়ে যেও।
চন্দনপিঁড়ি আর ছোট শিলটা বার করে দে দীনু। ও কাটিয়ে দিয়ে যাক। " বলতে বলতে অম্বরীশ বাবু চশমাটা ধুতি দিয়ে মোছার অছিলায় চোখ মুছতে মুছতে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেলেন। শীতকালের বিকেলের নরম আলোয় কত সুখস্মৃতি খেলে গেল মনে। যে মানুষটা নেই অথচ তার অস্তিত্ব কতটা প্রবল তা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। রামু হতভম্ব হয়ে মাথা নিচু করে শিল কাটাতে লাগলো। শেষ বিকেলের লালচে আলোয় রামুর মুখে খেলে গেল আনন্দ মিশ্রিত বিষাদ।

***Adrita Ray Choudhury*** , T1, 7E

## অনভিমান?

**সুতীর্থা সেনাপতি**, টাওয়ার ৫/৫এইচ

অনেকদিন ধরে একটা কথা
বলব বলব করেও আর বলে
ওঠা হয়নি।
মন দিয়ে তোমার কথা-গল্প-
আড্ডা
শুনতে গিয়ে ঘন্টা-মিনিট-
সেকেন্ডের হিসাব রাখিনি
কোনোদিন;
তবুও নিজের কথাগুলো গুছিয়ে
বলার সময় হয়ে ওঠেনি আর।
দিনের শুরু থেকে শেষ অবধি,
তোমার
হাজারো দাঁড়ি-কমা, সাংসারিক
ঝড়,
ইচ্ছে, খুনসুটি, আদর-
কবে যেন ঘড়ি ধরে বেলা
এগারোটা, বিকেল চারটে আর,
রাত বারোটা হয়ে গেছে।
সাদায় কালোয় হিসেব-নিকেশ
দুনিয়াদারি, মাসকাবারি
কাজের লোকের মাইনেকড়ি...
সবটাই তো তোমার একার
ঘাড়ে!
দম ফেলার সময় নেই যেখানে,
সেখানে মন-কেমনের
আলাপচারিতা
বড়ই বিলাসিতার।
না, এসব কোনো অভিযোগ-
বিয়োগ নয়।
কথারা যেখানে শুধু শব্দ হয়ে
দাঁড়ায়, সেখানে অভিমানের রং
গাঢ়...
কালশিটের মতো।
অনেকদিন ধরে একটা কথা
বলব বলব করেও
আর বলে ওঠা হয়নি।
আসলে ব্যাপারটা কি জানো?
মেনে নেওয়া আর মানিয়ে
নেওয়ার মাঝে,
আমাদের সবদিনই সোমবার।
কোনো রোববার নেই!

## Corruption Free India-A Great Vision

**Alak Mazumder,** Tower T8/2C

**Corruption** implies perversion of morality, integrity, character or duty out of mercenary motives, i.e. bribery, without any regard to honour, right and justice. Simultaneously, depriving the genuinely deserving from their right or privilege is also a corrupt practice. Dereliction of duty is also a form of corruption.

"There are two things in Indian history – One is the incredible optimism and potential of the place and the other is the betrayal of that potential – for example, corruption. These two strands intertwine through the whole of Indian history, and may not be just Indian history." – **Salman Rushdie.**

In a bid to provide vision for and of corruption free India in the 21st century, I put forward my perception, and understanding of various nuances of corruption in India.

Corruption has been prevalent in society since ancient times. Corruption has become perpetuated in course of time reaching new height in the recent past as the cancer of corruption has spread its tentacles to all walks of life, preventing this great country from becoming a prosperous, forward-looking developed nation. Undoubtedly, corruption has become the biggest threat to the social and economic development of India. In the recent past, India was ranked 85 out of 180 countries in Transparency International Corruption Index.

The challenge is how we can build a corruption-free society and country. In order to cure society from this deadly social evil, we should know its sources of generation, impact and anti-corruption efforts/measures so as to fulfil **vision** of **Corruption Free India.**

**Soures of generation of corruption:** Antithesis to corruption is good governance. The term 'governance' refers to the way government carries out its work through decision-

making and implementation. Good governance is governance without abuse and corruption, made possible through effective implementation of policies on account of accountability, responsiveness, transparency and efficiency.

The major reasons for corruption are like:

- Nature of human being itself being so materialistic and money-minded.
- Poor regulatory framework.
- Rigid bureaucratic structure and processes.
- Social acceptability and tolerance for corruption.
- Absence of a formal system of inculcating the values of ethics and integrity.
- Lack of effective management control and vigilance.
- Economic instability and large size of population, mass poverty, mass hunger and widespread illiteracy.
- Ineffective leadership.
- Inadequate public support and irresponsible attitude of people towards country.
- Corrupt administrative system and lack of autonomy in private sector.
- Lack of exemplary punishment to the criminals.
- Exploitation of employees, unemployment etc.
- Monopoly of government-controlled institutions on certain goods and services delivery.
- High capital-gains-tax especially in real estate industry.
- Excessive regulations and authorisation requirements.
- Complicated tax and licensing systems and mandated spending programmes.
- Lack of competitive free markets.
- Lack of penalties for corruption of public officials, and lack of transparent laws and processes.

**Present Scenario:**

- **Trends:** Professor Bibek Debroy and Laveesh Bhandari claim in their book "Corruption in India: The DNA and RNA" that public officials in India may be cornering as much as Rs.921 billion , or 1.26 per cent of the GDP through corruption.
- **Black money:** Black money refers to money that is not fully or legitimately the property of the 'owner'.

  A November 2010 report from the Washington-based Global Financial Integrity estimates that over a 60-year period, India lost US$213 billion in illicit financial flows beginning in 1948, adjusted for inflation, this is estimated to be $462 billion in 2010, or about $8 billion per year ($7 per capita per year).
- **Indian black money in Switzerland:** India was ranked 37th by money held by its citizens in Swiss banks in 2004 but then improved its ranking by slipping to 75th position in 2016.
- **Domestic black money:** Indian companies are reportedly misusing public trusts for money laundering. India has no centralised repository - like the registrar of companies for corporate - of information on public trusts.
- **Business and corruption:** Public servants have very wide discretionary powers offering the opportunity to extort undue payments from companies and ordinary citizens. The awarding of public contracts is notoriously corrupt, especially at the state level.

**Post-demonetisation Scenario:**

- **Gold purchases:** In Gujarat, Delhi and many other major cities, sales of gold increased on 9 November, with an increased 20% to 30% premium.

- **Multiple bank transactions:** There have also been reports of people circumventing the restrictions imposed on exchange transactions and attempting to convert black money into white by making multiple transactions at different bank branches.
- **Railway bookings:** A large number of people started booking tickets particularly in classes 1A and 2A for the longest distance possible, to get rid of unaccounted money for cash.
- **Municipal and local tax payments:** People started using the demonetised 500 and 1,000 notes (Indian rupee) to pay large amounts of outstanding and advance taxes. As a result, revenue collections of the local civic bodies jumped.
- **Axis Bank:** Income Tax officials raided multiple branches of Axis Bank and found bank officials involved in acts of money laundering.

**Visible consequences of corruption:** Corruption is a bane for every nation. Corruption is anti-social, anti-poor, anti-growth, anti-investment and inequitable. Cost of corruption for a nation is very high. It has numeral consequences for a nation. Visible consequences of corruption are mentioned below:

- It depletes democratic values and good governance.
- Corruption in judiciary suspends rule of law.
- Corruption in public administration hinders equal provision of services.
- Corruption raises the cost of doing business.
- Corruption also generates economic distortions and inefficiency in public sector by diverting public investment away from education into capital projects where bribes and kickbacks are plenty.
- Corruption lowers compliance with construction, environmental, or other regulations; reduces quality of government services and infrastructure; and increases budgetary pressures on government, thus deters investment and impacts economic growth.

- Corruption hinders human development by limiting access to basic social services and by increasing their delivery cost.
- Corruption has led to neglect of social sector. Education and health opportunities are very limited due to corruption which affects quality of life, productivity, income, competitiveness, innovativeness and poverty reduction in India.
- Various packages, reservations and compensations for poor, minorities and backward communities announced by government from time to time don't reach to them due to corruption.
- Corruption leads to injustice. Injustice gives birth to crimes and anti social activities.

**Measures to curb corruption:** Corruption needs to be fought on multiple fronts. Following measures can be helpful / have proved to be helpful in curbing corruption:

- Integrated approach of government, civil society and business firms.
- Strict laws and strict and exemplary punishments.
- Quick and early disposal of cases of corruption.
- Electoral reforms.
- Value based education to people to make ourselves ethically and morally robust, responsible and corruption free.
- Dissemination of information to general public by every government office to facilitate reporting of the bribery cases.
- Anonymous complaint boxes in each government office to encourage general public to complain against corrupt officials without any fear.
- Strong collective efforts from different sectors of society with involvement of every citizen.

- Good and effective governance to ensure transparency and accountability in administration.
- Regulatory reforms, process simplification and lower taxes as means to increase tax receipts and reduce causes of corruption.

➢ **Anti-corruption laws in India:** Public servants in India can be imprisoned for several years and penalised for corruption under the:

- Indian Penal Code, 1860.
- Prosecution section of Income Tax Act, 1961.
- The Prevention of Corruption Act, 1988.
- The Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 to prohibit benami transactions.
- Prevention of Money Laundering Act, 2002.
- Different Acts/ Bills like The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, Whistle Blowers Protection Act, 2011 ,The Prevention of Money Laundering Act, 2002, The Companies Act, 2013, The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Bill, 2015, Right to Public Services legislation and The 2005 Right to Information Act had the desired impact of reining in corruption to a major extent.

Furthermore, initiatives like **Electoral Reforms** deal with anti-corruption initiatives to curb corruption.

**Vision of corruption free India** will be as under:

- Elections to be peaceful and every citizen to exercise his/her franchise fearlessly.
- Electorate will have the right of information from Government, legislatures, except for top secret information.
- Every common man gets to fulfil his basic needs.

- An understanding populace would cultivate healthy practices of hygiene, sanitation, judicious use of water and others related to environment improving the standards of living.
- Parents and teachers creating awareness among children with regard to knowledge, purity of thoughts, human values, unit and social development.
- Transparency and mutual trust between the elected representatives and the people they represent.
- Zero tolerance towards black money with provision for strict law with stringent provisions to act as a deterrent.
- Vision for Corruption Free India, by 2030, is that she is among the top 3 Economies as measured by its GDP.
- Her economic growth is inclusive, lifts the entire population economically and its GDP per capita is within the top 10 percent of the world.
- Vision for corruption free India is to be within top 10 percent in

  (a) human development index

  (b) transparency and corruption free index

  (c) happiness index, and

  (d) political leadership and effective governance.
- I envision India to be amongst the top three globally in creation of new technologies as measured by patents and in scientific accomplishments as measured by published scientific papers in international journals.
- India is to lead in healthcare and energy.
- An educated, intellectual, healthy, prosperous, peaceful and well governed and compassionate India.

One can very well conclude that corruption is the greatest single bane of our society today. It is such an evil that destroys a system in such a way that we are left with valueless society, lopsided economic development and dysfunctional legal framework. It swallows a transparent and prosperous social, political and economic system.

We, as members of society, are more responsible for corruption than any politician and bureaucrat of the country. Just by changing the government, one cannot change the system and society. First, we should bring a change in ourselves and then only we can change the system as a whole. It is better to fight with ourselves first. A corruption-free nation will be born only after that.

***Shreya Ghosh, T 10/3F***

## মামা কাহিনী

**পার্থপ্রতিম ঘোষ,** টাওয়ার ৯/ ৩এ

মামা ভাগ্নের সম্পর্কে কেন যে এত টেনশান, কে জানে! জন্মে ইস্তক শুনে আসছি-নরাণাং মাতুলক্রমঃ। এত এত স্যাম্পেল থাকতে মানুষ কেন যে মরতে শুধু মাতুল-তুল্য হবে, বুঝিনি বাপু। মাতৃ-তুল্য হলেও না হয় কথা ছিল!

আবার - আমার জ্ঞান বৃক্ষে ফল ধরা ইস্তক এ কথাও তো শুনে শুনে কান পচেছে-মাতুল কুল নাকি কস্মিন কালেও ভাগ্নাকে আপনা আদমি ঠাওরান না। মাতুল বিচারে নাকি "জন জামাই ভাগনা"- কেউ আপন লোক হয়ই না মোটে।

হর্ষচিত্তে যেই না একথা বলতে গেছি একদিন, আমার মামা গরবিনী মাতা হা হা করে তেড়ে এলেন। আমার বর্ধিত হর্ষে দাঁড়ি টানতে পড়ুয়া জননীর জুড়ি নেই। প্রবল দাপটে তিনি লীলুপিসীর ছোটমামা আর তার চৌকস ভাগ্নে পানুকে আসরে টেনে আনলেন। দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে পাহাড়ের কথা বল্লেন। আমি চিঁ চিঁ গলায় ফ্যাক্ট আর ফিকশানের তফাত টুকু বলে ডিফেন্স খেলবার একটা মৃদু প্রচেষ্টা করেছি মাত্র, সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের সপাট গুগলি-- "বঙ্গজ মাতুলদের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। হিন্দি বায়োস্কোপের মুন্নাভাই কে দেখিস নি? কেমন মিস্টি আর স্মার্ট মামু মামু ডাকে ভরিয়ে দিচ্ছিল? তার মামু ডাকে মজেনি, এমন মানুষ ভূভারতে না হক-ভারতে খুঁজে বার কর দিকি!" ট্যাঁফোঁ করবার শেষ সুযোগ টুকুও আর রাখলেন না আমার বাতুল মা জননী!

সে যা হোক। মায়ের গালভরা গল্প করতে আসিনি। বরং, আমার রত্নগর্ভা দিদিমার দুটি সন্তানের কথায় আসি। আমার দৃই মাতুল রত্ন! বড় জনের ভাল নাম রনবীর , আর ডাকনাম বটা।। আর ছোটো মাতুল হলেন অধীর । ডাক নাম ? ঠিক ধরেছেন- পটা। আমার দাদুকে আমি চোখে দেখিনি। কিন্তু নামকরনে এমন দূরদর্শিতা দেখে ভাবি - দাদুর কি ক্লেয়ার ভয়েন্স ছিল? ঘাড় বেঁকানো রণংদেহি মুর্তি। এই হচ্ছে আমার বটা মামুর, যাকে বলে কুইয়েন্টিসেন্সিয়াল ক্যারাক্টার। তার বাকযুদ্ধ গোটা বাঙালি কুলের বিরুদ্ধে।

রাস্তায় যেতে যেতে দু মিনিটের জন্যে হয়ত বয়েসে ছোটো কোনও পড়শিকে পেলেন সামনে। মামুর অবধারিত প্রশ্নই হবে-“এই যে -সক্কাল সক্কাল তুমি কি বাজারী, না কি আনন্দবাজারী হে? আজকের খবর পড়েচ? বল দেখি, সৌরভ নামটা আজ কবার লিখেছে? পারবে না? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি - সাড়ে ছত্রিশ বার। তারপরেই তিনি ব্যাখ্যা করবেন- “রবিবুড়ো আর মানিক খুড়োর পর মহারাজই হচ্ছেন ইদানিং আনন্দবাজারের বাজারী তুরুপের তাস। বাঙালি জাতটাকে এই সব কালো বাজারীরাই শেষ করলে।

বাজারী হঠাৎ কালো হল কি করে, সেই হতভাগ্য পথচারী হয়তো জিজ্ঞেস করার সাহস টুকুই পেলেনা। একটু মিনমিনে গলায় হয়ত প্রশ্ন করলে – “সে না হয় হোলো। কিন্তু, ঐ সাড়েটা কি করে হল মামু, বুঝলুম নাতো? বটামামু বলবেন - আরে রাম! এইটে বুঝলে না? তুমিতো আচ্ছা আহাম্মক হে? পড়নি আজ - সৌরজগতে প্রাণের হদিশ? ওখানে “ভ” টা দিতে ভুলে গেছে তো, তাই সাড়েটা যোগ করতে হল।
এ কথা বলে, নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠেছেন হয়ত আমার বড় মাতুল।

আবার, একদিন এসে হঠাৎ মাকে বল্লেন - “পড়েছিস দিদি, আজ কাগজে লিখেছে - সোনার দাম 'কমল'। মা হয়ত বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে চাইলেন - "অ মা, তাই? তোর জাঁইবাবুকে বলি। কিছু সোনা কিনে রাখুক এই বেলা?” দিদির উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে রণবীর রণ হুঙ্কার ছেড়েছেন হয়ত ততক্ষণ। -পদ্ম ফুলের প্রতিশব্দ হল 'কমল' আর এই ক্রিয়াপদ 'কমলো'র মধ্যে কোনও তফাত এরা রাখলে না? হসন্ত টসন্ত সব লোপাট? বাঙালির সঙ্গেসঙ্গে এরা বাংলা ভাষাটাকেও নিকেশ করে ছাড়বে?

এই সেদিন হন্ত দন্ত হয়ে এসে আমাকে বল্ল - ভুতো, আত্মঘাতী বাঙালির কান্ড দেখেছিস? মাদাম তুসোর তৈরী শচীনের মোমপুতুল বম্বেতে নিয়ে এসে উদ্বোধন করালো? তুসোর ইতিহাসে এই প্রথম! এই ঐতিহাসিক খবরটুকু বাংলা কাগজে একবার ছাপলে না? কূপমন্ডুকতার একটা সীমা থাকবে না?

ভাগ্যিস, নীরদ সি অক্সফোর্ড পাড়ি দিয়েছিলেন। নইলে স্বভূমে এমন ঘটনা দেখলে তিনি ভির্মি খেতেন। অটোবায়োগ্রাফি ভুলেও লিখতেন না। বরং, মনের দুখে ছাপোষা থেকে যেতেন চিরটাকাল। শোনা যায় বটামামু রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আজকাল পড়শিরা কেউ নাকি রাস্তায় বেরোয়না। গোটা পাড়া নাকি শুনশান হয়ে যায়! দিদিমার কাছে শুনেছি, পাড়াপড়শীরা নাকি বলত - বটা-পটা, দুই ভাই একেবারে সাক্ষাৎ  মানিকজোড়। দুইজনেই নাকি, যাকে বলে একেবারে হাড় কিপটে। হাড় কিপটে না ছাই। যত্তোসব হিংসুটে পড়শিদের কুৎসা রটনা। আমার দুই পুত্তুর  আসলে প্রবল সংযমী। এমন ঋষি সুলভ সংযম কজন মানুষের থাকে রে? এই গরিবগুরবোর দেশে অপচয় করা কোনও কাজের কথা নয়। আমার বটা-পটা হল গিয়ে প্রকৃত কমিউনিস্ট। অব্যর্থ ডিফেন্সিভ হলেন আমার দিদিমা। আমার বাতুল জননীর জেনেটিক পূর্বসূরী কিনা? তবে, দ্বিতীয় হুগলী সেতুটুকু দেখেই আমার দিদিমা চোখ বুজেছিলেন। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম,আর মলমূত্রের মত শহর জুড়ে ছড়িয়ে পড়া "মল-মাল্টিপ্লেক্স" - এসব আমার দিদিমার জীবনকালে ঘটেনি। ঘটলে, গরীব-গুরবোর দেশ বা “কমিউনিস্ট” কথাগুলো এ ভাবে বলতেন কিনা আমি জানিনা।

তবে, আমার ছোট মাতুলের অবিনাশী অ-বিলাস চর্চা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। যাকে বলে পদে পদে টের পাই। সেই কবে থেকে দেখছি আমার পটামামা, প্রায় ধর্মাচরণের মতো করে মানুষের ফেলে দেওয়া, বাতিল জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে ঘর বোঝাই করেন। সেগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। সেবার, আমি তখন সদ্য চাকরীতে জয়েন করেছি।
সক্কাল বেলায় হাঁক ডাক করে একদিন আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে টাঙিয়ে একসা করে পটামামু এলেন। ঘুম ভাঙা চোখ ছানা বড়া করে দেখি – পটামামা আমার নাকের সামনে আমার পাঁচ বছরের পুরনো, ফাটা আর ফেলে দেওয়া স্নিকার জুতোজোড়া দোলাচ্ছেন!
“চাকরী করে লায়েক হয়েছ, না? নিজেকে আম্বানী ঠাউরেছ? জুতো ছিঁড়ে গেলেই বুঝি ফেলে দিতে হয়?” পরদিন সকালে আবার হইচই। বাড়ি মাথায় করে পটা মামু আবার এলেন। আবার আমার কাঁচা ঘুম ভাঙলো। ছানাবড়া চোখের সামনে পুরনো স্নিকার জোড়া আবার দুলতে লাগল। পটামামুর নিজের হাতে সেলাই করা, তাপ্পি দেওয়া নবজন্মপ্রাপ্ত আমার স্নিকার জোড়া। নেপথ্যে, আমার মাতুল ভক্ত মাতার অবিরাম বাক্য স্রোত শুনতে পাচ্ছি। “তোর মামাদের দেখে শিখতে পারিসনা?

ভারতবর্ষে বিলাসিতা মানায় না বাপু। আজ থেকে তোর নতুন জুতোজোড়া তুলে রেখে এই পুরোন জুতো পরেই আপিস যাবি"।

সাধে কি বলছিলাম, পদে পদে টের পাই? তা, তখন আমি বে করে সংসারী হয়েছি। আমার সন্তানসম্ভবা বৌ সেবার বাপের বাড়ি থেকে ফিরছিল। বাসস্টপে দাঁড়িয়েছিল। না, কোনো প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতার মত, "বাসস্টপে তিন মিনিট, কাল স্বপ্নে তোমায় বহুক্ষণ" মোটেই না। আমার বৌ, আমায় ছাড়া আর কাউকে স্বপ্ন দেখতেই পারেনা। তো, হল কি - সাক্ষাত আমার বটামামার সঙ্গে তার দেখা! দেখা মাত্র মামুর প্রথম প্রশ্ন - "পুতুল, আমিও তোমাদের বাড়ি যাব ভাবছিলাম। তা, তুমি কি বাসে করে বাড়ি ফিরবে? যদি বাসে করে ফের, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ভাড়াটাও আমিই দোবো। কিন্তু যদি রিকশা কর, তবে আমায় সাথে নিতে পারো, কিন্তু ভাড়াটা তুমিই দেবে"।সেই থেকে গিন্নীর বটা মামুকে নিয়ে হেভি টেনশান!

হাঁপাতে হাঁপাতে সেবার আমাদের প্রথম মধুচন্দ্রিমা দিল্লিতে। আর কোথাও নয়, এক্কেবারে ছোটো মামা, অর্থাৎ পটা মামুর বাড়িতে ওঠা হল! আমার ছোটোমামু তখন দিল্লীতে একটি টেস্ট হাউসের এডিশানাল ডিরেক্টর। আপিস থেকে গাড়ী আর ড্রাইভার পায়। ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষীণ আশা ছিল-মামুর আপিসের গাড়ী করে গিন্নীকে বেশ দিল্লী ঘোরানো যাবে। কিন্তু ধন্য আশা কুহকিনী! আমার মাতুলকুলকে মাপার তখনও আমার ঢের বাকি ছিল। দিল্লী ঘোরা দুরস্ত, এমনকি ফেরার দিনও আপিসের গাড়ী নিলেন না আমার সংযমী ছোটোমামু।

বল্লেন - আমি তোদের ঠিক সময়ে স্টেশান পৌঁছিয়ে দেব। চিন্তা করিস না। না, চিন্তা করা ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছি। জানি, চিন্তা করে আর লাভ নেই। অটো নয়, বাসে কোরে যখন নিউ দিল্লী স্টেশানে পৌছিয়ে দিলেন পটামামু, তখন ট্রেন ছাড়তে আর ঠিক দশ মিনিট বাকি। ট্রেন ছাড়বে বারো নম্বর থেকে। মালপত্র আর বাচ্চা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে এতটা যাবার প্রশ্নই নেই। আমি কুলি খুঁজছি। কুলি অবশ্যই এল, কিন্তু দর হাঁকল ১০০ টাকা। কী? ১০০ টাকা? হা হা করে অধীর হয়ে তেড়ে এলেন অধীর মামা। বাঙালকে হাই কোর্‌ট দেখাচ্ছে? মগের মুলুক পায়া হ্যায়? আমার সমস্ত অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করে পটামামু বল্লেন - "নে, আমিই তোদের কুলি। এক পয়সাও খরচা হবেনা। ঘাবড়াস না ভূতো। আমার মাথায় সুটকেস দুটো চাপা দেখি!

এ কাঁধে ও কাঁধে দুটো ব্যাগ ঝুলিয়ে, আর মাথায় সুটকেস নিয়ে আমার কুলি মামা যখন আমাদের নিয়ে কম্পার্টমেন্টের সামনে পৌছলেন, তখন ট্রেন ছাড়তে আর ঠিক আধ মিনিট বাকি। গিন্নীর কোলে বাচ্চাটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। ট্রেন ছেড়ে দেবার পর, পটা মামু দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া মাত্র গিন্নী কাতর স্বরে বল্ল - প্লিজ, হাওড়া স্টেশনে তুমি আর কাউকে আসতে বোলোনা গো। আমরা কখন পৌছোব, এটা কাউকে বলার দরকার নেই। বটা মামু যেন রিসিভ করতে না আসেন।

আমি বললাম, পাগল! কিন্তু বলেনা, মেন প্রপোযেস, গড... হাওড়া স্টেশানে ট্রেন যেই ঢুকলো, আমি কুলির খোঁজে দরজার সামনে গিয়ে প্রমাদ গুনলাম। প্ল্যাটফর্মে সাক্ষাত বটা মামু দাঁড়িয়ে! দুহাতে একা কুলিদের আটকাচ্ছে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠে বলল - পটা আমাকে ফোন করে তোদের কোচ নাম্বার টাম্বার বলে দিয়েছিল। অপ্রতিভ আমি, বিমর্ষ চিত্তে সুটকেস গুলো প্ল্যাটফর্মে নামিয়েছি।

হঠাৎ, পাশে একজোড়া ধূপ করে শব্দ আর বাচ্চাটার চিলচিৎকার। তাকিয়ে দেখি, গিন্নী তার কাঁধের ব্যাগ আর বাচ্চাকে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে রেখেছে। এই রইল মালপত্র , তোমাদের মুটেগিরি ক রবার জন্যে। আমি এগোলাম। এই বলে,আর বাক্যব্যয় না করে আমার গিন্নী সটান সামনে হাঁটা লাগালেন। সেই ইস্তক, আমার দুই মাতুলের সংযমচর্চাকে আমি যমের মত ডরাই।

## আমার বাণপ্রস্হ

**অনন্তলাল বিশ্বাস,** টাওয়ার ৪/ ৭ই

আমার বাণপ্রস্থ; কেমন তা, কখন শুরু,

শেষ কোথায়? শেষ আছে কি?

এ এক জীবনের পর্যায়; এক নতুন বোধোদয়,

নতুন পথ, শুধু খোঁজা আর খোঁজা।

এ যদি হয় জীবনের তৃতীয় অধ্যায়,

তাহলে গত দুটো অধ্যায়ের কি পাথেয়:

কেমন করে হারিয়ে যাবে হঠাৎ সব, তাই কি

হারায়, না হারানো যায়।

তাহলে কি চলে যাওয়া জীবনের দুটো

অধ্যায়ের ফল জমানো ঝুড়ি থেকে একটু একটু করে

ফেলতে ফেলতে যাবো বাকি দিনগুলি। তাহলে জীবন শুধু হারাবার না, কিছু পাবারও ।

দীর্ঘ কর্মজীবনের শেষে এ কি বিশ্রাম, হয়তো

দেহের, কিন্তু মনের তো বিশ্রাম হয় না।

তাহলে কি শুধু মনের কাজ শুরু?

হ্যাঁ তাই।

আমার বাণপ্রস্থ শুধু ভাবনার, শুধু দেখার আর খোঁজার, নিজের মনের গভীরে।

অনন্ত খোঁজা, অনন্ত পাওয়া।

কখন শুরু জানতে পারিনি। নিঃশব্দ; শান্ত ও অবিচল এর শুরু, এর প্রবেশ।

শেষ কোথায়?

শেষ নেই।

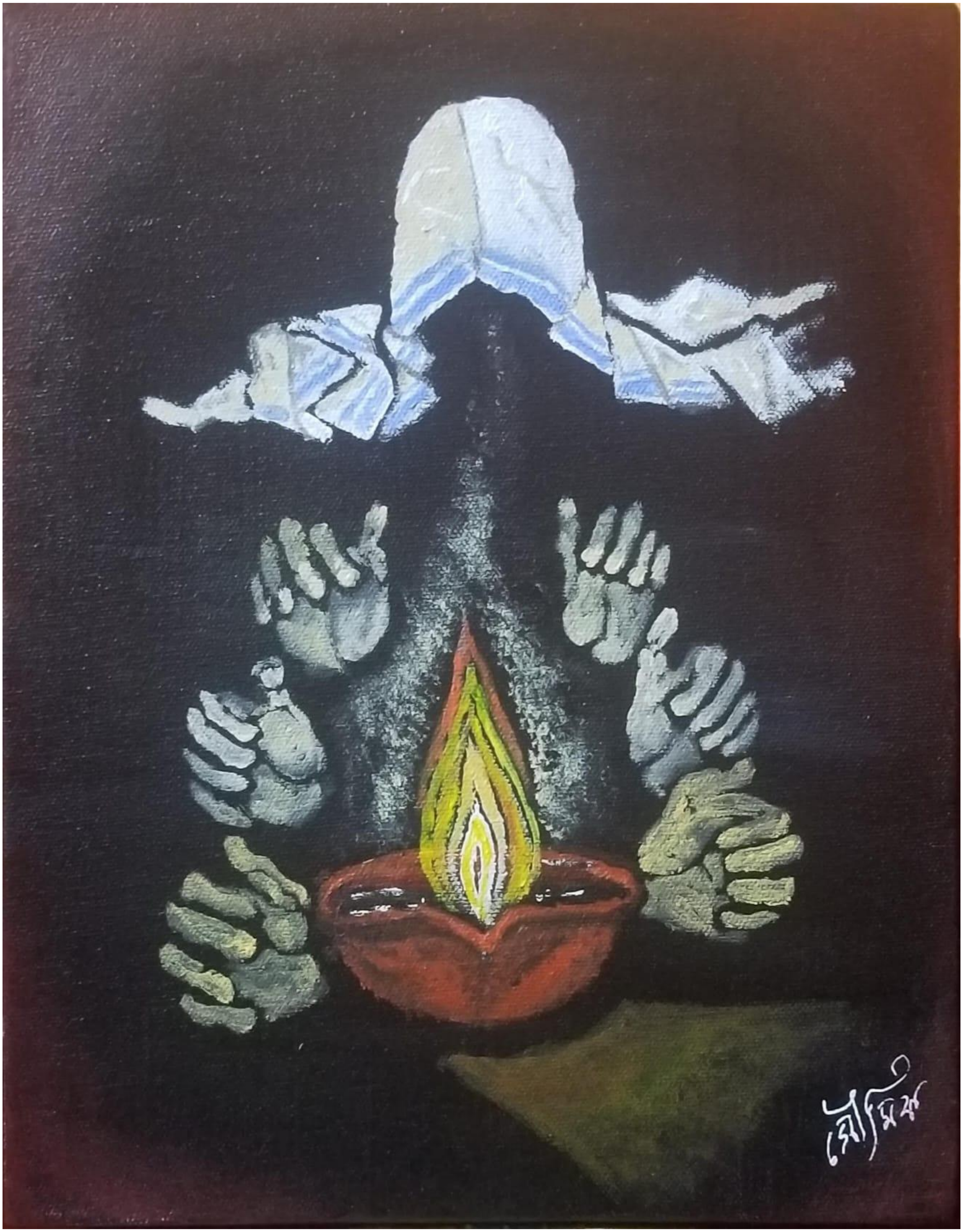

*Soumik Banerjee*, T3/7D

# ভিয়েতনাম শুধু একটি নাম নয়

**ডঃ সায়ন্তী তালুকদার,** টাওয়ার ৩/৫এ

অনেক ইতিহাস, অনেক যুদ্ধ, কঠিন প্রত্যয়,অবিরাম পরিশ্রম, অবিচল একাগ্রতা, নিষ্ঠা, রক্তস্রোত, নিদারুণ অত্যাচার বছরের পর বছর ধরে , আক্রমণ সামলাতে সামলাতে, ক্লান্ত,বিধ্বস্ত জনজাতির, শেষে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ,ইন্দো-চীন উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রের নাম ভিয়েতনাম।

আমার এই লেখার উদ্দেশ্য ভিয়েতনামের যুদ্ধ, তার যন্ত্রণাময় অধ্যায়কে উন্মোচন করা নয়, কারণ আমার পাঠক বন্ধুরা অত্যন্ত বিদগ্ধ ও জ্ঞানী। এই দেশের জ্বলন্ত ইতিহা স তাঁদের অজানা নয়! এই লিখতে বসার কারণ শুধুই আমার ভালোবাসা, ভিয়েতনামের প্রতি আমার মুগ্ধতা ।

কোনোদিন ঘুরতে যাব এই দেশে ভাবিনি , কারণ আরো আকর্ষণীয় অনেক বিদেশী জায়গা আমাকে ক্রমাগত হাতছানি দিতো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি , ভারতবর্ষের অন্তত আশি শতাংশ আমার বেড়ানো হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ভারতের সৌন্দর্য নিয়ে আমার গর্বের সীমা নেই ! নিজের দেশকেই চিনলাম না, জানলাম না, চললাম অন্য দেশে, কেমন যেন মনটা খচখচ করে।

এখানে যাওয়াটা আমাদের কন্যা, তোর্ষার পরিকল্পনা, তাও আবার চুপিচুপি প্রচুর নেট ঘেঁটে। আমি সম্পূর্ণ বিস্মিত যখন শুনলাম। বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছিলাম, না জানি কী আছে সে দেশে!

মনোমুগ্ধকর ভিয়েতনাম। দক্ষিণের হোচিমিন সিটি , মধ্যাঞ্চলের দানাং, এবং উত্তরের হ্যানয় আমাকে আপ্লুত করেছে, ভাষাতীত বর্ণময়তায়। এক একটি জায়গার এক একরকম বিশিষ্টতায়।

"হো চি মিনের " নামে শহরের নাম (Ho-Chi-Minh City), যাঁর অসীম অভাবনীয় ত্যাগের কথা জেনেছি শহরে অবস্থিত অসংখ্য স্থলে। আজ এই বৃহত্তম শহর ঝাঁ চকচকে , যা ছিল "সাইগন" নামে পরিচিত এককালে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে ভিয়েতনামের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কাকতালীয় ভাবে আমরা যেখানে থাকি, তার নাম হো চি মিন সরণি।

INDEPENDENCE PALACE, WAR MUSEUM, POST OFFICE, NOTREDAM CATHEDRAL, এই জায়গা গুলো বারবার আবেগে মনকে নাড়া দিচ্ছিল , এত অসহনীয় যুদ্ধের ইতিহাস। স্বাধীনতা এসেছিল বটে, কিন্তু মূল্য চোকাতে হয়েছিল অনেকখানি। Cu Chi Tunnels ছিল অদ্ভুত, যাকে ব্যবহার করা হয়েছিল যুদ্ধকা লীন প্রস্তুতি হিসেবে এক গুপ্ত সুড়ঙ্গের মাধ্যমে। আর যা না বললেই নয়, তা হল Son Tra Peninsula এবং Han নদীর ওপর অবস্থিত Dragon Bridge। রাতের

আলোতে চমকপ্রদ। Dragon - এর মুখ থেকে আগুনের ফুলকি অনবদ্য , যা দেখার জন্য থাকে মানুষের অদম্য কৌতূহল।

"দা নাং" (Da Nang) গেলাম তারপরে। খুব আদুরে। নীল নীলিমার শোভায় বীচ মিখে (Mykhè beach) মন প্রাণ করে দিল ফুরফুরে। অসাধারণ এই বীচ ,পরিষ্কার,পরিচ্ছন্ন বালুচর আর নীল সমুদ্র-যা মিশে গেছে আকাশের নীলে। চোখের আরাম!

বা না হিলস্ (Bà Nà hills ) এর সৌন্দর্য অপার্থিব। এত বৈচিত্র্যময় কী বলবো ! Cable Car আমাদের নিয়ে গেল Golden Bridge-এ। শত শত মানুষ পায়ে পায়ে একসাথে। সেখানেই ছিল French Village, নাচের দল, যারা করলো আমাদের মনোরঞ্জন।

Da Nang-এ Coconut Village-এর মধ্য দিয়ে নৌকা ভ্রমণ ছিল প্রাণবন্ত , আদিবাসীদের নাচে গানে। দুপুরের রোদটাও সয়ে গেল আমাদের, এক উত্তেজনাময় নদী পরিক্রমায়।

আর হোয়ান? (Hoi an) তার তো কথাই আলাদা। নৈসর্গিক সন্ধ্যাকাশ , আলো ঝলমলে পরিবেশ। ল্যান্টার্ন উৎসব (lantern festival ) চলছিল রাতের অন্ধকার ছাপিয়ে সারা শহর জুড়ে। দিগন্ত প্রসারিত মায়াবী আলোয় আমি গিয়েছিলাম হারিয়ে । প্রত্যেকটি বাড়ি, দোকান লন্ঠনে আলোকিত।

"নিন বিন"-এ (Ninh Binh) রাজাদের মন্দির ঘুরলাম বৃষ্টি মাখা দিনে। লোহিত ডেল্টার ওপর এই ছোট্ট শহর সবুজে ভরপুর । সোহাগে , আদরে মেঘলা আকাশের নীচে গা এলিয়ে দিলাম Tam Coc নদীতে ভাসতে ভাসতে অনায়াসে।

"হ্যালং বে" এমনি এমনি UNESCO-র খেতাব জিতে নেয়নি । অপূর্ব, অবর্ণনীয়, বিস্ময়কর সে! সমুদ্রে অগুনতি LIMESTONE পর্বত, তার মধ্য দিয়ে ভেসে যাওয়া ক্রুজ (Cruise)। রং বদলানো আকাশের সাথে রং বদলানো জল। সূর্যাস্তের কী অপরূপ মহিমা ; কমলা রং ছেয়ে গেল সাগর প্রান্তে কয়েক লহমায়। চাঁদের আলো যখন জলে উদ্ভাসিত, জাহাজের ডেকে খানিকটা নিরালায় আমার চোখ ছলছল করে উঠেছিল না জানি কোন ব্যথায়!

Ha long Bay তে করলাম "Kayaking", সমুদ্রের বুকে। সেখানেই গুহার ভিতর দিয়ে গেলাম বীচে, সমুদ্র স্নানে। Cruise-এ নানারকম entertainment-এর ব্যবস্থা ছিল। সব মিলিয়ে এক অভিনব আকর্ষণ।

এক রূপসী নারী রাজধানী "হ্যানয়"(HANOI)। নরম কোমল তার হৃদয়। বহু বছরের তপস্যায় আজ সে পরিণত ; কিছুটা পুরোনো,কিছুটা নতুনত্ব। একদিকে গা ভাসিয়ে দেওয়া শান্তি অবলীলায় , তো অন্য দিকে শহর কোলাহল মুখরতায়। প্রেমেই পড়ে গেলাম "হ্যানয় তোমার মায়ায় "। সমৃদ্ধ স্থাপত্যে সেখানে খা নিকটা ফ্রেঞ্চ , খানিকটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাব। Temple of Literature , Temple Pagoda, Sword Lake, আর অবশ্যই Train Street দেখার সৌভাগ্য হল। Hanoi থেকে Ho-Chi'-Minh City , সরু রাস্তা দিয়ে রোজ নিয়মিত ট্রেন চলাচল , আর তা দেখার জন্য

রেললাইনের দু ধারে মানুষের ভিড়! আমরা তো ট্রেন দেখেই থাকি, নতুন কী? কিন্তু এই অতীব সাধারণ ঘটনাও যে দ্রষ্টব্য হতে পারে সেটাই কল্পনাতীত ছিল।

আর ছিল ভিয়েতনামের STREET FOOD। আহা কী সুস্বাদু! যারা Pork, Beef খায়না, আছে chicken ও meat balls-এরও ব্যবস্থা, যা খুব যত্নে তৈরী হয়ে থাকে। সবই ছিল অনবদ্য! Banh Mi, spring rolls, skewers, Pho আরো কত কী!

ভিয়েতনামিজ কফি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। Cocoanut coffee, Salt coffee, Egg coffee, Caramel coffee-বলে শেষ করা যাবেনা, এত variety! আমার আরো খানিকটা "sugar" বাড়িয়ে এলাম। ক্ষতি নেই তাতে। তোমায় তো জানলাম, দেখলাম, ভিয়েতনাম!

কী নেই ভিয়েতনামে?! পাহাড়, সমুদ্র, উপত্যকা, নদী, কৃষি জমি মেকং ডেলটার গা বেয়ে। বড় বড় ইমারত, shopping complex।

অফুরন্ত সুযোগ দেশটাকে আবিষ্কারের। যারা আমার মত চিনতো না, তারাও যেন ঘুরে আসে, চেনে তাকে। ওদের সৌহার্দ্য, আতিথেয়তা, নিয়মানুবর্তিতা - সব কিছুকে কুর্নিশ জানাই।

নবমীর দিন বেরিয়ে পড়লাম সপরিবারে। ফিরে এলাম স্মৃতিবিজড়িত অপূরণীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে, সারাজীবনের সঞ্চয়, না-ভোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

তাই, আমার এই পুজোর নাম "ভিয়েতনাম"।

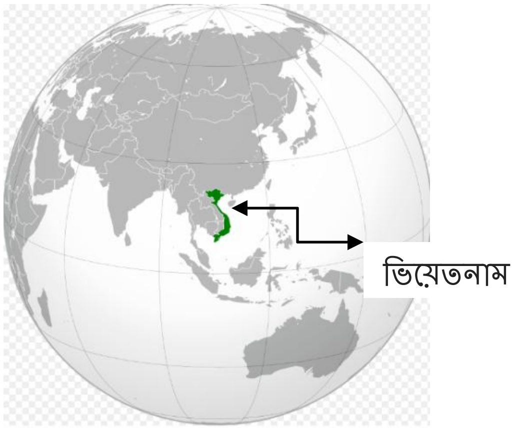

## আমার চোখে আবাসনের উৎসব

**চন্দ্রা ভট্টাচার্য,** টাওয়ার ৩/৫বি

শিশিরে শিশিরে শরতের আকাশে ভোরের আগমনী। শরতের আকাশ যেন পেঁজা তুলোয় ভরে গেছে। শিউলি ফুলের গন্ধে ভরেছে ভোরের বাতাস।

স্বামীর চাকুরীর সূত্রে ভারতের নানান প্রান্তে থাকতে হয়েছে। প্রবাসের পুজো গুলোতে নিজেকে অতিথির মতো মনে হতো , কারণ সেখানে চেনাজানা বলতে কেউ নেই। দিল্লিতে থাকাকালীন চিত্তরঞ্জন পার্কের পুজো খুব ভালো লাগতো, কারণ চিত্তরঞ্জন পার্ক মনে হতো যেন মিনি কলকাতা। অন্যান্য পুজোর সাথে ওখানের কালীবাড়িতে দুর্গাপূজা বাঙালিরা খুবই জাঁকজমকের সাথে করতো। ওখানের পরিবেশ এবং পুজো আমাদের খুবই আকর্ষণ করতো। দেখতাম মহিলারা কো মরে গামছা বেঁধে, ভোগ রান্না, তরকারি কাটা, মশলা করা, আলপনা দেওয়া এবং আনুষঙ্গিক সব কাজ দারুণ উদ্দীপনার সাথে করছেন। তখন মনে হতো যদি এমন একটা পরিবেশ আমি কখনো পেতাম। প্রবাসী বাঙালি হয়ে বাংলায় সেভাবে বহুদিন থাকা হয়নি , কিন্তু প্রবাসে যেমন জামশেদপুর , ঘাটশিলা, হাজারীবাগ, ভাগলপুর, কাটিহার, দিল্লী এবং জয়পুরের দুর্গাপুজো আপামর বাঙালিরা খুব নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে পালন করেন।

২০১৫তে চাকুরীর সূত্রেই কলকাতাতে চলে আসি এবং এই আবাসনে ফ্ল্যাট থাকার সুবাদে এখানে এসে উঠলাম। এসে দেখি এখানে একেবারে চাঁদের হাট , নানান ধর্মের লোক এখানে থাকেন এবং নানা উৎসব খুবই আনন্দ উৎফুল্লতার সাথে পালন করা হয়। আমরা এক জাতি এবং এক প্রাণ।

দুর্গাপুজো যেহেতু পাঁচ দিন ধরে হয় , তাই আনন্দের মাত্রা অনেক বেশি। আমরা যেমন দুর্গাপুজো নিয়ে আনন্দে গা ভাসিয়ে দিই , তেমনি অবাঙালিরা নবরাত্রি নিয়ে মেতে ওঠেন । দুটো অনুষ্ঠানে উভয় সম্প্রদায় যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাই। নয়দিন ধরে কীর্তন গান এবং ডান্ডিয়া খেলা হয়, আমরাও তাতে নিজেকে উজাড় করে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাই। মনে হয় যেন গঙ্গা যমুনার এক সঙ্গমস্থল।

মনের মধ্যে যে কষ্টটা ছিল , সেটা কোথায় যেন উড়ে চলে গে ল। এখানে আমরা সবাই একসাথে আলপনা, ফল কাটা, ভোগ রান্না এবং পুজোর আনুষঙ্গিক উপচার একসাথে করে থাকি। আবাসনে না থাকলে বুঝতেই পারতাম না যে আবাসনে থাকার কি আনন্দ। যেদিন থেকে প্যান্ডেলের জন্য বাঁশ ফেলা হয়, সেদিন থেকেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এখানে চারদিন ধরে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই আনন্দের সাথে পালন করা হয়। আর একটা দিক থেকে আমরা খুব ভাগ্যবান যে অপালা বসুর মতো একজন গুণী শিল্পী আমাদের আবাসনে থাকেন এবং তাঁর পরিচালনায় কয়েকটি অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বিষাদের সুর বেজে ওঠে দশমীর দিন। দশমীর দিন মাকে সিঁদুর পরিয়ে ঢাকের সাথে সাথে আমরাও পা মেলাই। এই চারদিন আনন্দ যেন দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই এই চারদিন আমাদের আবাসন ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।

এখানে উৎসবে যেমন একসাথে থাকি, তেমনি আপদে-বিপদে আমরা একে অন্যের পাশে সব সময়েই থাকি। এখানে প্রত্যেকটা উৎসবই খুব নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়। দুর্গাপুজো ছাড়াও এখানে কালীপুজো, দিওয়ালি, রাবণবধ, সরস্বতীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঈদ, বড়দিন, গুরু নানকের জন্মদিন ইত্যাদি উৎসব অনেক আনন্দ উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করা হয়। এখানে অনেক বয়স্ক এমন আছেন , যাদের ছেলে মেয়েরা বাইরে থাকেন। তারাও আমাদের আবাসনে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন-এমনই সুরক্ষিত আমাদের এই আবাসন।

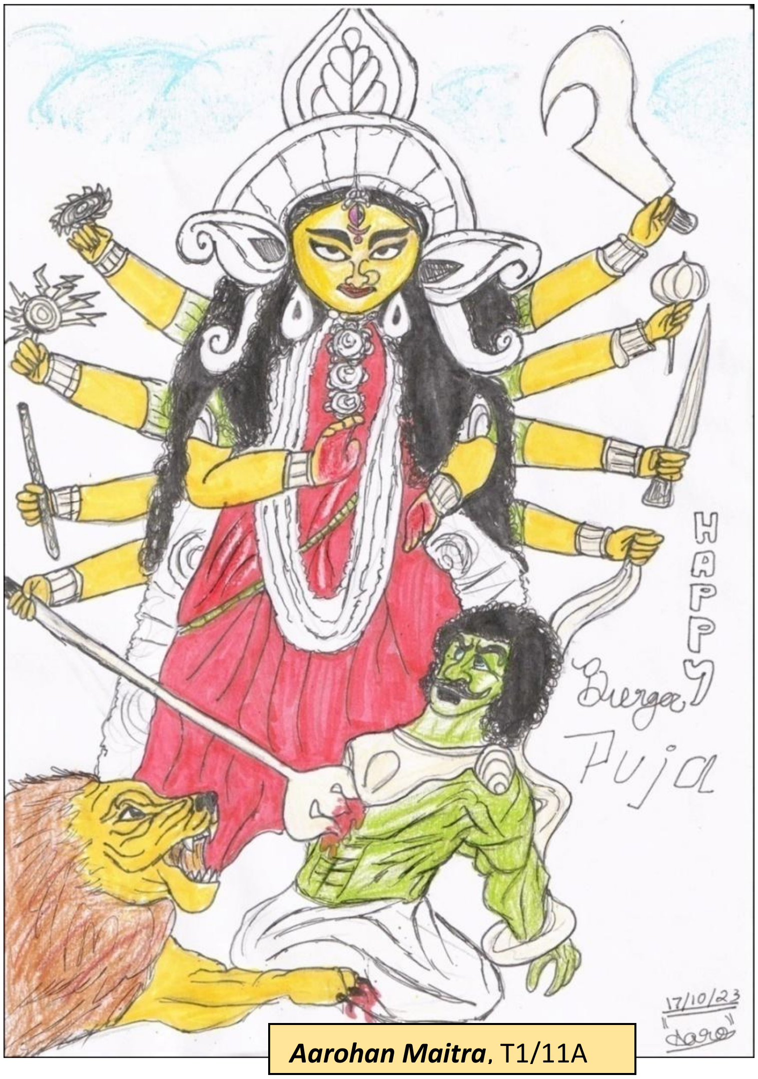


**_Aarohan Maitra_**, T1/11A

আমি একজন খুব সাধারণ গৃহবধূ। মনের একটা সুপ্ত বাসনা ছিল আমাদের প্রিয় আবাসনকে নিয়ে কিছু লেখার, তাই লিখলাম। খুব সাধারণ লেখা, আপনাদের ভালো লাগলে আমারও ভালো লাগবে।

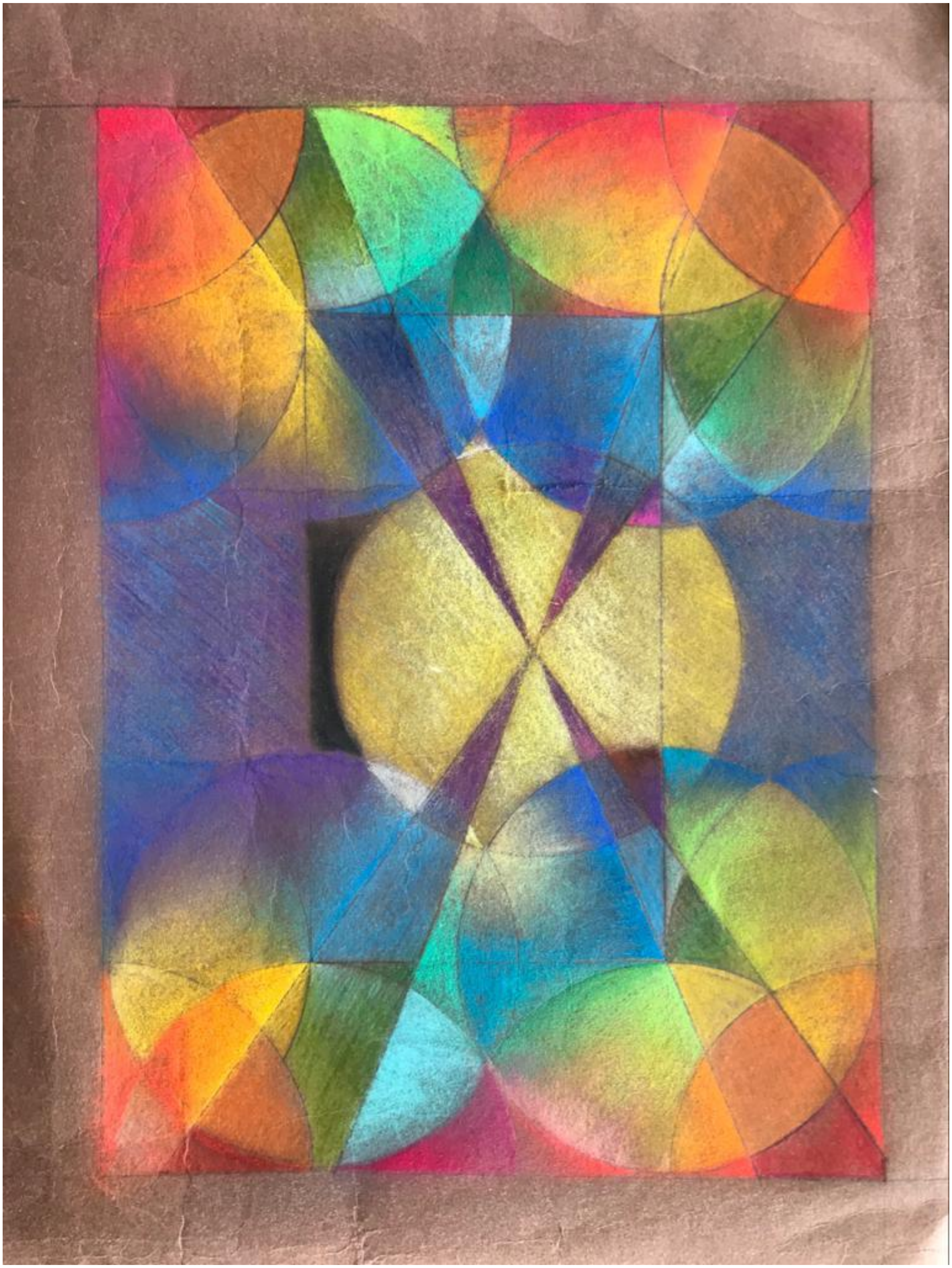

***Shayoni Chakraborty, T5/9C***

## ............and then EMPTY SPACE motivated a PEN and a BRUSH

**Mukta Chowdhury Nandi**, Tower 8/3G

In the calm isolation of my room, I frequently end up in a domain where various emotions and feelings spread out. This consecrated space, loaded with papers, canvases, easels, paints, and its intoxicating smell, is where I call my home. This milieu and I have become close contemporaries, and often, they are the heartbeat of my reality, perpetually entwining with my regular existence, helping me in my attempt to create and build; my thoughts get pregnant, and I give birth, and so my journey to become something begins.

Art has an exceptional approach to welcoming us to plunge into the profundities of our feelings and encounters. An empty page or a canvas always had an overwhelming effect on me. I've often wondered how they have exaggerated in different ways in my day-to-day existence and have united to make an ensemble. My role as a mother and woman is a different journey altogether. But my relationship with a pen and a brush started with unsteady

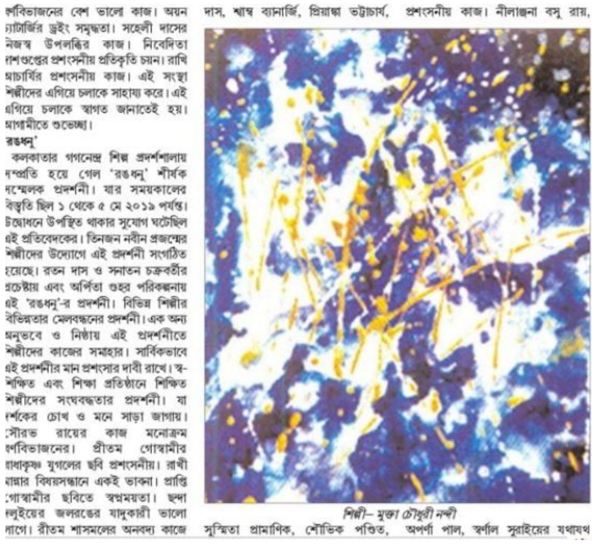

র্ণবিভাজনের বেশ ভালো কাজ। অয়ন চ্যাটার্জির ড্রইং সমৃদ্ধতা। সহেলী দাসের নিজস্ব উপলব্ধির কাজ। নিবেদিতা দাশগুপ্তের প্রশংসনীয় প্রতিকৃতি চয়ন। রাখি আচার্যির প্রশংসনীয় কাজ। এই সংস্থা শিল্পীদের এগিয়ে চলাকে সাহায্য করে। এই এগিয়ে চলাকে স্বাগত জানাতেই হয়। আগামীতে শুভেচ্ছা।

রঙধনু'

কলকাতার গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় সম্প্রতি হয়ে গেল 'রঙধনু' শীর্ষক দলগত প্রদর্শনী। যার সময়কালের বিস্তৃতি ছিল ১ থেকে ৫ মে ২০১৯ পর্যন্ত। উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার সুযোগ ঘটেছিল এই প্রতিবেদকের। তিনজন নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী সংগঠিত হয়েছে। রতন দাস ও সনাতন চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় এবং অর্পিতা গুহর পরিকল্পনায় এই 'রঙধনু'-র প্রদর্শনী। বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্নতার মেলবন্ধনের প্রদর্শনী। এক অন্য অনুভবে ও নিষ্ঠায় এই প্রদর্শনীতে শিল্পীদের কাজের সমাহার। সার্বিকভাবে এই প্রদর্শনীর মান প্রশংসার দাবী রাখে। স্ব-শিক্ষিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত শিল্পীদের সংঘবদ্ধতার প্রদর্শনী। যা দর্শকের চোখ ও মনে সাড়া জাগায়। সৌরভ রায়ের কাজ মনোজ্ঞ বর্ণবিভাজনের। প্রীতম গোস্বামীর রাধাকৃষ্ণ যুগলের ছবি প্রশংসনীয়। রাখী মাল্লার বিষয়সন্ধানে একই ভাবনা। প্রাপ্তি গোস্বামীর ছবিতে স্বপ্নময়তা। ছন্দা লুইয়ের জলরঙের যাদুকারী ভালো লাগে। রীতম শাসমলের অনবদ্য কাজে

দাস, শাশ্ব ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য, প্রশংসনীয় কাজ। নীলাঞ্জনা বসু রায়,

শিল্পী– মুক্তা চৌধুরী নন্দী

সুস্মিতা প্রামাণিক, শৌভিক পণ্ডিত, অপর্ণা পাল, স্বর্ণাল সুরাইয়ের যথাযথ

lines; as my mom says, I drew a fish-like creature before I uttered the first alphabet

from a book. However, a desire to communicate the unspeakable has always permitted me to investigate the human mind's nature, pain, happiness, relationships, and much more. I have attempted to describe stories that embody life's bliss, distress, and magnificence. My associations and acquaintances often navigated the scenes of these stories, and their rhythm interlaced with mine, birthing an association past the pages.

However, before long, I understood that solid words were restricted in their capacity to convey the crude power of life. I was obliged by the language of Art. I got the brush and went to visual craftsmanship to supplement my narrating. The story often

revolved around my life and experiences. At some point, **I BECAME THE BRUSH-WIELDING DREAMER,** evading life's cruel realities.

In covering my canvas, I found the opportunity to break free and be liberated from the bounds of language. My EMPTY CANVAS, EMPTY PAGE, and EMPTY SPACE are now an open spread of unadulterated potential, allowing me to convey without organizing sentences. And each brushstroke turned into a word, each layer of variety a sentence, and each painting an unwritten story ready to be found.

Perhaps the most piercing acknowledgment of this imaginative excursion has been the consistent mix of my two inventive outlets. The composing impacts my words, my art, and vice versa, as they feed off one another in a lovely, advantageous interaction. At the point when words bomb me, my paintbrush talks. At the point when my works of

Art long for story and profundity, my pen winds around a story. My art and compositions are fundamentally the Yin and Yang of my imagination.

The magic of this combination is that it isn't restricted to my studio walls. It reaches out to my daily existence, improving each involvement in an uplifted feeling of perception and an intense consciousness of diversified feelings. Often, the lively shades on my white canvas remind me to see the world in the entirety of its magnificent varieties. From the unobtrusive play of light on the leaves of a tree to the complex examples of raindrops on a windowpane, my routine has turned into an unending wellspring of motivation. My art has permitted me to make a reality where the remarkable is seen as the average; stories are woven from minutes with strings of energy and strokes of innovativeness that surpass all pain and emotion.

My room has turned into a studio now. In the peaceful isolation of my studio, I keep making promises to compose, create, write, and paint, to rise above my mundane, and move towards a cathartic feeling of liberation, joy, and profound happiness. It is not a UTOPIC world but a journey of reconciliation, reminiscence, and a childlike exuberance where my inventiveness exceeds all rational limitations and where the material of my presence anticipates the distinctive strokes of my entire being.

Let me become that **BRUSH-WIELDING DREAMER, WEAVING TALES OF COLOUR AND EMOTION!!**

## भगवद्गीता हमारा गौरव

**नेहा त्रिपाठी,** टावर २/४ जि

हमारा पुरातन ग्रन्थ श्रीमद्भगवदगीता हजारों वर्ष पुराना होते हुए भी आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में सर्वथा प्रामाणिक और उपयोगी सिद्ध होता है । यही कारण है कि यह हमारे देश का गर्व है। हमारे ऋषि मुनियों एवं विद्वानों की शिक्षा ही हमारी संस्कृति को अतीत से लेकर वर्तमान तक लाती हैं। वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण आदि भारतीय संस्कृति के आधार हैं। सभी हिन्दू शास्त्रों में गीता को प्रथम स्थान दिया जाता हैं। मुनि वेदव्यास जी ने ही गीता की रचना की थी. यह ग्रन्थ मूल रूप से महाभारत के भीष्म पर्व का ही एक भाग हैं।

गीता में कुल अठारह पर्व अथवा अध्याय एवं करीब 700 संस्कृत श्लोक हैं। हिन्दुओं में गीता के प्रति अगाध श्रद्धा एवं निष्ठा है। जैसे- जैसे समाज में शिक्षा का चलन बढ़ा है वैसे वैसे गीता को घर- घर में पढ़ा जाने लगा हैं। भारत की संस्कृति के स्वरूप ,उसकी सहिष्णुता के भाव को गीता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं।

श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध काल में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दिए गये उपदेशों का वर्णन हैं। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई तो अर्जुन प्रतिपक्ष में अपने सभी स्वजनों को देखकर युद्ध त्याग कर अपनी पराजय स्वीकार करने लगे थे। तभी श्रीकृष्ण उन्हें उपदेश देते है और कहते है इन्सान को निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए।

भगवान श्रीकृष्ण गीता के श्लोकों के माध्यम से कहते है, सभी जीवों में आत्मा है जो अजर और अमर हैं। वह शरीर के समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है । उसे न भिगोया जा सकता है ,न जलाया जा सकता हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई इंसान एक वस्त्र का त्याग कर दूसरा धारण करता हैं। इसी भांति आत्मा भी एक शरीर के त्याग के पश्चात नवीन शरीर को धारण करती रहती है और मोक्ष प्राप्ति तक यह चक्र अनवरत चलता रहता हैं।

अर्जुन जब युद्ध से विमुख होने लगते है तो कृष्ण जी उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाते हैं तथा अपना विराट दर्शन देकर कहते हैं, भले ही मारने और मरने वाला ये सोचते है कि वह मर गया या मैंने मार दिया, परन्तु वे यह नहीं जानते है कि आत्मा कभी नहीं मरती है। अतः हे पार्थ यदि धर्म युद्ध का त्याग करोगे तो अपयश प्राप्त होगा तथा विजयी हुए तो श्री हासिल होगी।

सभी वेदों का सम्पूर्ण सारांश गीता के विद्यमान है। गीता के बारे में वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द सीमा नहीं है। इसे शब्दों से नहीं बाधा जा सकता । गीता भगवान कृष्ण से निकली है,जिसका आधुनिक

परिपेक्ष्य में लोग अध्ययन करते है। भगवान कृष्ण ने अपने गीता के महत्त्व को बताया कि यदि कोई व्यक्ति गीता का सम्पूर्ण अध्ययन अपने तन-मन के साथ करें तो उसे परमात्मा अवश्य मिलते है। प्रेमपूर्वक भाव से गीता को पढने से मुक्ति मिलती है। चारों वेदों की सम्पूर्ण जानकारियों को मिलाकर ही गीता का निर्माण किया गया है।

प्रत्येक व्यक्ति जो गीता का अध्ययन करेगा या गीता को भाव सुनेगा वह अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करेगा. गीता का प्रमुख उद्देश्य लोगो का उद्धार करना ही है्। गीता का अध्ययन करने के लिए किसी धर्म या किसी देश में रोकटोक नहीं है। गीता का अध्ययन प्रत्येक धर्म के लोग, किसी भी वर्ण तथा किसी भी देश में रहकर कर सकते हैं।

## তোমাকেই...........

**কৌশিক হালদার**, টাওয়ার ১০/ ১২সি

বয়েস তখন বছর বারো
একটু একটু পাকছি যখন,
চোখের সামনে তুমি এলে
স্কুলের ড্রেসে ছিলে তখন।
পড়াশুনো উঠলো মাথায়
স্যাররা ভীষণ অবাক হল,
'ভাল ছেলে' বলত সবাই
সেই কিনা আজ অঙ্কে ষোল!
বছর কাটে, প্রেমও গড়ায়
পার্কে গিয়ে বিকেলে বসি,
পাশের বাড়ির অনিলকাকু,
সামনে এল, থামল হাসি।
বাবার হাতে জোর পিটুনি
তাও তো মনে প্রেমের জেদ,
মা"টা আমার পক্ষে ছিল,
এবার তবে লক্ষ্যভেদ?
কলেজ শেষে চাকরি হল
প্রেম তখন গভীর আরো,
আমি তোমায় চোখে হারাই
তুমি সদাই থরোথরো।
অবশেষে মালাবদল,
বাসর রাতে গানও সারা,
দিন পেরিয়ে বছর ঘোরে
তবু তোমার হাতটা ধরা।
সন্তানেরা বড় হচ্ছে,
চিন্তা এবার তাদের নিয়ে,
একটু-আধটু ঠোকাঠুকি -
কিন্তু আজও আমার প্রিয়ে।
ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে
আবার এল প্রেমের দিন,
প্রিয়া কিন্তু রাগী এখন,
কবে আসবে আচ্ছে দিন?
আমি খেলা, তুমি সিরিয়াল
যদিও দূরে দিনে ও রাতে,
এগোতে গেলেই ধাক্কা, তবু --
পুরনো গান একই সাথে।
কাছে গেলেই "বুড়োখোকা, ঢং"!
প্রেমের সে দিন কোথায় গেল,
আরো অনেক চলতে হবে
"ভালবাসি" বলেই ফেল।

বি: দ্র:- শচীনকর্তার "তুমি আর নেই সে তুমি" শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের ঘোরে যা লিখেছি তা যেন কেউ সত্যি না ভাবে।

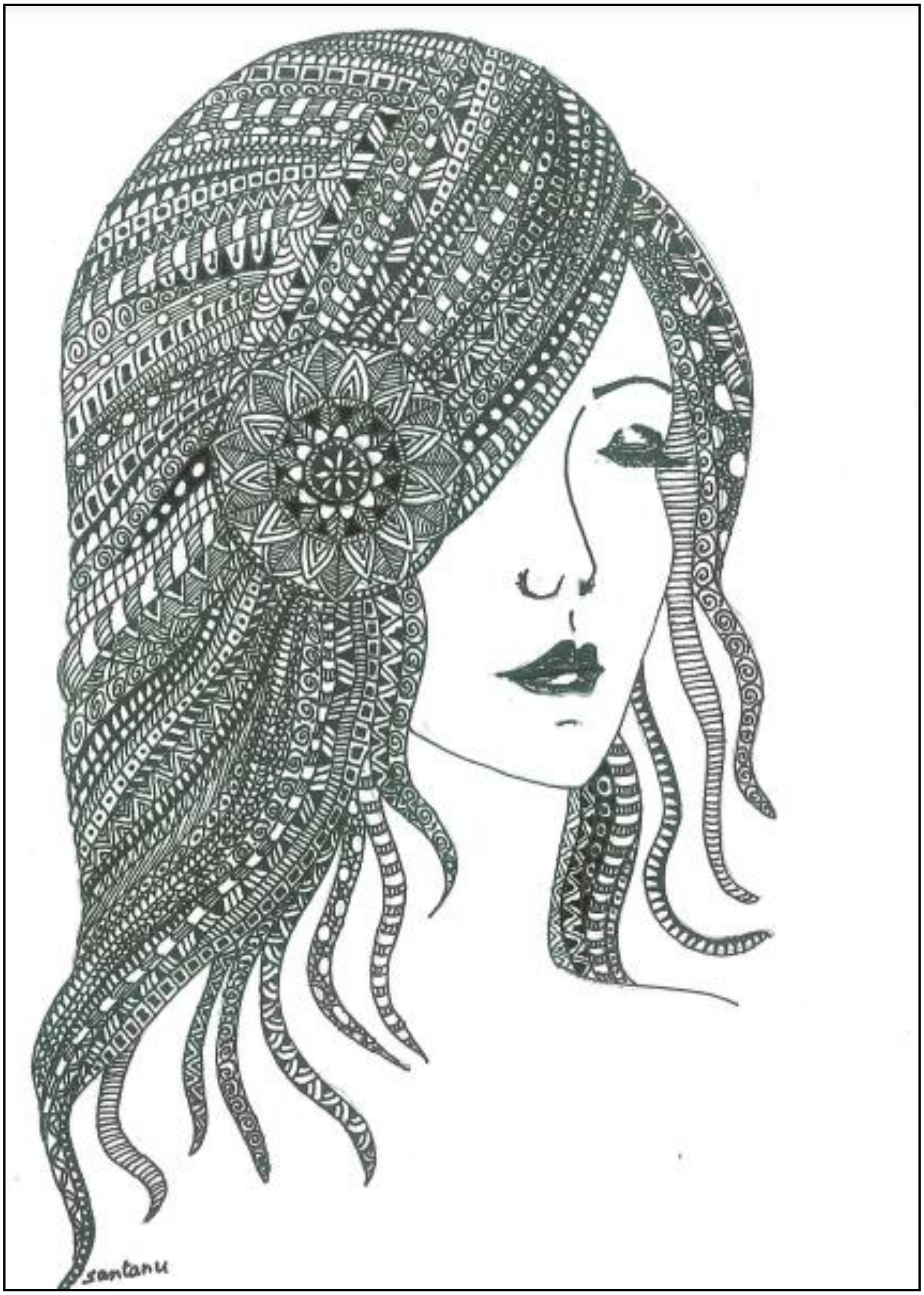


***Santanu Das*** *T6/ 13G*

## ইলোরার কৈলাস

**রঞ্জন চক্রবর্তী,** টাওয়ার ৪/৯এ

মহারাষ্ট্র অঞ্চলে মনুষ্য সভ্যতার উৎপত্তি সেই প্র স্তর যুগ থেকেই, অন্তত 5000 বছর আগে। যে সময়টা থেকে ঐতিহাসিক যুগ বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই মহারাষ্ট্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের সময়ে আজকের মহারাষ্ট্র 'অশ্মকা' নামে পরিচিত ছিল ও মহাযান বৌদ্ধদের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মৌর্য যুগ (খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক), সাতবাহন যুগ (খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় শতক ) এই অঞ্চলে রাজত্ব করেন, যারা সবাই ছিলেন বৌদ্ধ। সাতবাহন যুগে প্রথম গুহা মন্দির তৈরি করার প্রবণতা দেখা দেয় এবং ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় তথা অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ছোটখাটো গুহা মন্দির নির্মাণ করা হয়।

অজন্তার গুহা মন্দির সম্ভবত পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয় যখন মহারাষ্ট্রের শাসক ছিলেন ভক্তকা বংশ। পরের প্রায় দুই শতাব্দী মহারাষ্ট্র ছিল চালুক্য বংশের অধীনে। আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে শাসনভার এসে পৌঁছায় রাষ্ট্রকূট বংশের হাতে (৭৫০ থেকে ৯৫০ খৃস্টাব্দ)। এক গ্রামের নাম ইলাপুরা, স্থানীয় ভাষায় বেরুল, সম্ভবত ইলা নামক কোন রাজার নামেই এই গ্রামের এমন নামকরণ, গ্রামের উত্তর দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সহ্যা দ্রি পর্বতমালার অংশ। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ইলাপুরা গ্রামের কথা, রাষ্ট্রকূট এবং চালুক্য যুগের তামার উপরে খোদাই করা লিপির থেকে জানতে পেরেছেন। কৈলাস মন্দির (গুহা নম্বর ১৬) উল্লেখিত আছে মানকেশ্বর নামে ভাগবত গীতার মারাঠি অনুবাদ জ্ঞানেশ্বরী নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থ অ নুযায়ী কৈলাস মন্দিরের শিবলিঙ্গটি চুনি, পান্না ও নানান মূল্যবান রত্নে খচিত ছিল। চক্রধর স্বামী নামে এক শৈব উপাসক ১২৬৮ সনে কৈলাস মন্দির এসে দশ মাস বসবাস করেন এবং বর্ণনা করেন যে এই মন্দির কোকাসা বা সূত্রধর (কাঠের মিস্ত্রি)দের দ্বারা নির্মিত। এই গল্প অবশ্য কথা-কল্পতরু নামক গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তবে এটা ঠিক ইলোরার গুহা মন্দির গুলি কোনদিনই অজন্তার মতন লোকচক্ষুর আড়ালে বিস্মৃত হয়ে থাকেনি। একসময় হয়তো কৈলাস মন্দির দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি ছিল এবং মহাদেব ঘ্রিশ্নেশ্বর নামে পূজিত হতেন। সংস্কৃত ভাষায় 'ঘ্রিশ' শব্দের অর্থ ছেনি, অর্থাৎ ছেনি দিয়ে কেটে তোলা শিবলিঙ্গই ঘ্রিশ্নেশ্বর। এখনকার অদূরেই স্থাপিত ঘ্রিশ্নেশ্বর মন্দিরটি নির্মাণ করান হোলকার

পরিবারের অহল্যাবাঈ ১৭২৫-৯৫ সনে। বিদেশি পর্যটক আল মাসুদী, ফরিস্তা, পেমেন্ট, আঙ্কেতিল দু পেন, চার্লস ম্যাকে প্রমুখ ইলোরার গুহাসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেন, যা তাদের ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখিত আছে। ইংরেজ আমলের আগে হায়দ্রাবাদের নিজাম এই গুহা মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

ইলোরাতে পাহাড় কেটে গুহা মন্দির তৈরি করার কাজ সম্ভবত শুরু হয়েছিল ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই , প্রথমে হিন্দুরাই গু হা মন্দির তৈরি শুরু করেন। সম্ভবত কালচুরি নামক রাজার আমলে ২৮, ২৭ এবং ১৯ নম্বর গুহার খোদাইয়ের কাজ শুরু হয়। এই গুহাগুলি অতি মামুলি। এরপর শুরু হয় ২৯ নম্বর গুহার খোদাই এর কাজ এবং এই সময়ে শুধুমাত্র গুহা খনন নয় , কারুকার্য সৃষ্টিতেও মন দেওয়া হয়। এই গুহার সাথে মুম্বাইয়ের অদূরে এলিফ্যান্টা গুহার কারুকার্যের মিল পাওয়া যায়। প্রায় সমসাময়িক ২০ ও ২৬ নম্বর গুহারও কাজ শুরু হয়ে যায়। সামান্য পরে শুরু হয় ২১ (রামেশ্বর) নম্বর গুহার কাজ, এই গুহার কারুকার্য অন্যান্যদের থেকে অনেক উৎকৃষ্ট মানের হয়েছিল।

বৌদ্ধ গুহাগুলি খননের কাজ শুরু হয় আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। সপ্তম শতাব্দী থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই ধর্মাবলম্বীরাই একের পর এক গুহা খননের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন একযোগে। বৌদ্ধদের গুহার মন্দির নির্মাণের কাজ মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায় সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে। অষ্টম শতাব্দী থেকে খালি হিন্দু গুহামন্দির নির্মাণের কাজ চলতে থাকে, যার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কৈলাস মন্দির (১৬ নম্বর গুহা)।জৈন গুহাগুলি খনন করা শুরু হয়েছিল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। এর অর্থ ইলোরা গুহা শিল্প অন্তত ৪ দশক (৫৫০-৯৫০)খৃস্টাব্দ ধরে চলতে থাকে। ১০,১১,১২ নম্বর গুহাগুলি এখনো বৌদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন , ১ থেকে ৯ নম্বর গুহাগুলির কিছু অসমাপ্ত এবং অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত। যে কটি বৌদ্ধগুহা অবশিষ্ট আছে তাতে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের নানান ভঙ্গিমায় মূর্তি আছে। পদ্মপাণি, বজ্রপাণি, বোধিসত্ত্বের মূর্তি, তারা ও মায়ার মূর্তিও বিদ্যমান। বুদ্ধের প্রধানত তিনটি ভঙ্গিমা উল্লেখ্য, ধ্যানমুদ্রা, ব্যাখ্যান মুদ্রা এবং ভূমি-স্পর্শ মুদ্রা।

গুহা নম্বর ৩০ থেকে ৩৪ এই পাঁচটি গুহায জৈন ধর্মাবলম্বীদের নির্মিত গুহা। এখানে আছে পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও গোমতেশ্বর বাহুবলীর মূর্তি। তার মানে ইলোরার গুহা গু লির ভাগাভাগি এইরকম - ১ থেকে ১২ বৌদ্ধ গুহা, ১৩ থেকে ২৯ হিন্দু গুহা, ৩০ থেকে ৩৪ জৈন গুহা। ইলোরার গুহা সমষ্টির মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ১৬ নম্বর গুহা, যা কৈলাস মন্দির নামে পরিচিত। এই মন্দিরের

পটভূমিকায় কৈলাসে কেলেঙ্কারি রচনা করেন সত্যজিৎ রায় এবং পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন পুত্র সন্দীপ রায়।

অবিসংবাদিত ভাবে কৈলাস মন্দিরই গুহা শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। একটিমাত্র পাহাড় কেটে বানানো সম্পূর্ণ একটি মন্দির কমপ্লেক্স , মনোলিথিক স্ট্রাকচারের এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। এর অনুরূপ ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখতে পাওয়া যায় কর্নাটকের পাট্টাডাকালের বিরুপাক্ষ মন্দিরে। রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা কৃষ্ণ-১ এর সময় থেকে এই মন্দির বানানোর কাজ শুরু হয়। রাজা কৃষ্ণ -১ রাজত্ব করেন ৭৫৭ থেকে ৭৭২ খৃস্টাব্দ। কথিত আছে দেবতারা একবার আকাশ পথে ভ্রমণ করার সময় কৈলাস মন্দির দেখে বলেছিলেন স্বয়ম্ভূ শিবে র এই উপাসনাগৃহ কিছুতেই মনুষ্যদ্বারা নির্মিত হতে পারে না। কথাকল্পতরু নামক মারাঠি উপাখ্যানের গল্পে বর্ণিত আছে, রাষ্ট্রকূট রাজা ইলুর স্ত্রী ছিলেন শৈব এবং স্বামীর কাছে আবদার করেন একটি শিবের মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিছুদিন পরেই রাজার কোন উদ্যোগ না দেখে তিনি পণ করেন যে মন্দিরের চূড়া দর্শন না করে তিনি জলস্পর্শ করবেন না। রাজা তখন তড়িঘড়ি উদ্যোগ নিলেন মন্দির বানানোর , কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো কোন মন্দির বানানো সম্ভব নয় , কোন কারিগরই এই কাজ করতে সম্মত ছিল না। শেষ পর্যন্ত কোকাসা বলে একজন কারিগর এই মন্দির বানানোর কাজে হাত দেন এবং প্রথমেই উপরের দিক থেকে পাথর কেটে কেটে মন্দিরের চূড়াটি তৈরি করে ফেলেন। রানীমা মন্দিরের চূড়া দর্শন করে উপবাস ভঙ্গ করেন। এই মন্দির কমপ্লেক্সের অন্তর্গত মূল মন্দির (ভিতরের দেওয়ালে চিত্রের জন্য একে রংমহলও বলা হয়), যার আবার পাঁচটি বিভাগ - গর্ভগৃহ, প্রদক্ষিণ পথ, গোপূরম, যজ্ঞশালা, নন্দী মন্দির। এছাড়াও আরো কয়েকটি মন্দির এই কমপ্লেক্সে বিদ্যমান। তার মধ্যে নদীমাতৃকা মন্দির, লঙ্কেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য। হয়ত এই মন্দিরের সব কটি একসাথে কেটে নির্মাণ করা হয়নি। এই মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হতে আনুমানিক ২০০ বছর লেগে থাকতে পারে। এই সম্পূর্ণ মন্দির কমপ্লেক্সটি একাধিক তল বিশিষ্ট। প্রত্যেকটি তলের মধ্যে জটিল সিঁড়ির ব্যবস্থা , চারিধারে ব্যালকনি, মন্দিরের বাইরে ধ্বজস্তম্ভ সমস্তই একটি পাথর কেটে তৈরি , কোন দ্বিতীয় পাথর এখানে গাঁথা হয়নি, তাও আবার উপর দি ক থেকে নিচের দিকে কেটে তৈরি। কত নিখুঁত পরিকল্পনা ও নকশা থাকলে তবে এই কাজ সম্ভব হতে পারে ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। মন্দিরের কারিগররা বংশানুক্রমে বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে মন্দিরের কাজে লিপ্ত ছিলেন , ভাবলে অবাক লাগে যে এক

প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মকে কত ভালোভাবে  তাদের পরিকল্পনা ও নকশা বুঝিয়ে যেতে পেরেছিলেন। খালি মন্দিরের অবয়ব আনতে প্রায় কুড়ি লক্ষ টন পাথর কেটে সরাতে হয়েছিল , মন্দিরের অভ্যন্তর গর্ভগৃহ, সিঁড়ি এই সব কেটে বার করতে তো আরো অনেক পরিমাণে পাথর কাটতে হয়েছে। কিন্তু আশেপাশে ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে কেটে ফেলে  দেওয়া পাথরের কোন হদিশ নেই। এটি পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে  অবশ্যই একটি হওয়া উচিত , এর অনুরূপ কোন স্থাপত্য সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই।

ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের মনসবদার থাকাকালীন প্রায় তিনহাজার শ্রমিক লাগিয়েছিলেন কৈলাস মন্দিরকে ধ্বংস করতে। প্রায় তিন বছরের চেষ্টায় সামান্য কিছু ক্ষতিসাধন করতে পেরে অবশেষে ক্ষান্ত হন। বেঁচে যায় মানুষের এক অমূল্য সৃষ্টি।

ইলোরার কৈলাস  মন্দির গাত্রে মহিষাসুরমর্দিনী

ইলোরার কৈলাস মন্দির গাত্রে দশভুজ মহাদেব

## Life Is A Rollercoaster

**Ronit Samaddar,** Tower 1/5G

The breeze brushed across my face, as I reached the peak.
Things, no longer, felt quite as bleak.
In the distance, the setting sun, with all its glory.
Finally the feeling of rising above, and not being sorry.

But oh ignorant me, for the drop did come.
The steep fall brought out the screams in some.
A force to reckon with, the once enjoyable breeze
Not my first time, and yet do we ever find ease?

Gradually, we came back to settings more dull
A sigh of relief, an oath never again to be casual,
A promise to remember whatever happens, this too shall pass.
But promises made to self are like castles of glass

I descended from my favourite ride at the park.
A great day, everything no longer felt quite as dark.
The future seemed bright, the overcoming of conflicts felt sublime.
The next day did come as a shock, but let`s leave that for some other time.

***Soumik Banerjee,*** T3/7D

## Kremlin Diary

**Subash Chandra Misra,** Tower 5/12B

We went to Russia in 2019. It was a 15 days tour of Russia and the Scandinavian countries. The flight from Kolkata to Moscow with a two hour halt at Dubai landed at the Domodedovo Airport of Moscow in the morning. Out of the four airports in Moscow, this is a relatively smaller airport. As we were boarding our tourist bus outside the airport, the tour manager realized that his suitcase containing all booking papers was missing. There was suspense for 15 minutes, but he retrieved the suitcase from the airport and we hit the road for sight seeing.

The distance from airport to city is about 30 kms. The road from airport to the city was beautiful with green trees and soviet-era long and huge apartment blocks lining the road. On the way we stopped at a restaurant for breakfast. It was tough to place order at the counter as the staff did not understand English. We had to show the picture to place order.

Our Moscow tour started with visit to Sparrow Hills which is one of the highest points in Moscow overlooking the city. It is an open space opposite the Moscow University. The guide warned us not to take photographs with local boys or girls dressed in colourful dresses of king or queen. These people will demand Ruble 1000 -2000 after the photograph is taken.

The bus took us around the major landmarks and attractions for an orientation tour of the city. Being very tired we had an early dinner in an Indian restaurant and rested for the day after the orientation tour. Next two days we went around Moscow. Kremlin square or Red square is the most visited attraction in Moscow. It is a huge area with

Government offices on one side, Lenin's Mausoleum on the other and St. Basil's cathedral at the end. To the left of the entrance there is a beautiful church called the "Kazan Cathedral". The Red square is used for official parades including the victory day parade. St. Basil's cathedral on the Red square was built in 17th century and it is the most publicized icon of Russian tourism.

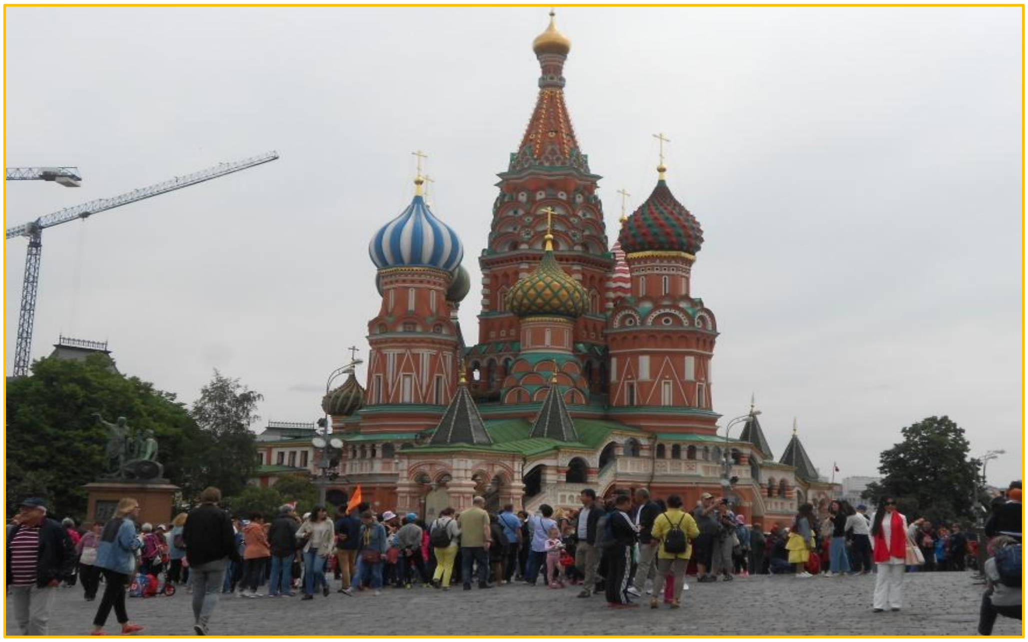

St. Basil's Cathedral was originally built in seventeenth century. Now it is a World heritage site

Entry to Lenin's Mausoleum is controlled as the queue builds up from 8.30 in the morning. Entry to the Mausoleum is allowed up to 12 noon. Lenin's body is kept in an air-conditioned chamber and tourists can see it from a distance.

The other important tourist attractions are "Armoury Museum" where some of the jewelleries and arms which the Czars had or received as gifts from foreign dignitaries are displayed. State Tretyakov Gallery containing collections of Pavel Tretyakov, a muscovite merchant is considered as the best museum of Russian fine art. His

collections of 2000 art pieces between 1850 and 1892 were donated to the government to start the museum.

The Czar Bell which is partially broken is another popular tourist attraction in Kremlin. The bell was cast between 1733 and 1735. It is 6.16 meters tall with a width of 6.6 meters and weighing 2 lakh kilograms. The bell broke partially due to a fire in Kremlin when it was being built. Napoleon Bonaparte wanted to carry the bell to France as a trophy, but found it difficult to lift. We had a distant view of the President Putin's office.

A boating on the Moskva river to behold the skyline of Moscow and the famous buildings is an attraction of Moscow tour. Moscow tour remains incomplete without a visit to the Bolshoi Theatre for a Ballet show and a ride on Moscow Metro. Moscow metro which started operating in 1935 has 12 lines and 200 stations.

Major stations are like art museums having paintings on the Walls and ceilings. The Victoria Park Station is 84 meters under ground level with an escalator 125 meters long, perhaps the longest in the world. With one ticket a person can make any number of trips. After completing Moscow trip we moved to St. Petersburg by train for our next destination in Russia.

# প্রকৃতি

**সন্দীপ মিত্র,** টাওয়ার ৪/১৩ জি

ফুল, পাখি, আকাশ, বাতাস বন্ধু ছিল আমার
এদের কাছে অনেক কিছুই ছিল শেখার, জানার।
ফুল বলে গো আমার আছে এত রঙ আর গন্ধ
সবার মাঝে বিলিয়ে দিয়ে পাই কত আনন্দ।

পাখি বলে আমার গলায় কত সুরের তান
দিবস নিশি সুরের জালে ভরাই সবার প্রাণ ।
আকাশ বলে নির্মল আর অসীম হৃদয় তার
তারই বুকে উড়ে বেড়ায় বিশ্ব চরাচর।

বাতাস বলে মুক্ত আমি, ঘুরি যে সবখানে
তোমরা শেখো আমার কাছে স্বাধীনতার মানে।
প্রকৃতিরই মাঝে কত আনন্দ যে আছে
কত কিছু শিখতে পারি আমরা ওদের কাছে ।

পৃথিবীতে বইতে পারে ভালোবাসার নদী
ওদের মতো 'বিলিয়ে' দেওয়া শিখতে পারি যদি।

***Mahasweta Chakraborty***, T 5 / 9E

***Soumik Banerjee***, T3/7D

## *ACKNOWLEDGEMENT*

*We acknowledge the whole-hearted contributions of the donors, sponsors, participants and general residents of Diamond City West for their gracious and positive reinforcement in the organisation of different festivals in DCW. Amongst many such well wishers, we feel obliged to specially mention the names of Shri Amit Paul and Smt. Ranjana Paul (Tower-4/3B) who have sponsored all the idols of Ma Durga, Ma Lakshmi, Ma Kali and Ma Saraswati for 2023-24. Mr. & Mrs. Paul had also sponsored the idols last year. We again express our sincere gratitude to them.*

-- **Diamond City West Apartment Owners' Association**

-227-

## DIAMOND CITY WEST APARTMENT OWNERS ASSOCIATION

### INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2023

| PARTICULARS | Schedule | Amount (Rs.) | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| | | Current Year 2022-23 | Previous Year 2021-22 |
| **INCOME:** | | | |
| Maintenance Charges | | 29,142,280 | 29,266,982 |
| Income from Swimming Pool, GYM & Others | | 380,143 | 130,595 |
| Denting & Painting Charges | | 209,456 | 7,886,452 |
| Rent | | 928,784 | 474,044 |
| Puja & Festival Donations from Members | | 1,562,513 | 1,092,616 |
| Event & Camp Charges | | 498,355 | 360,796 |
| Other Income | G | 636,865 | 621,069 |
| Total (a) | | 33,358,396 | 39,832,562 |
| **EXPENDITURE:** | | | |
| Depreciation | | 773,796 | 315,623 |
| Maintenance & Other Expenses | H | 29,809,921 | 29,042,852 |
| Puja & Festival Expenses | I | 1,502,106 | 674,373 |
| Denting, Painting & Swimming Pool Expenses | J | 60,000 | 6,598,084 |
| Total (b) | | 32,145,823 | 36,630,932 |
| Net Profit before tax | | 1,212,573 | 3,201,630 |
| Less | | | |
| Provision for Income-tax | | 26,190 | 32 173 |
| Income-tax for the earlier year | | 28,284 | |
| Transferred to Denting Painting Reserve fund | | 149,456 | 1,288,375 |
| **Excess of Income over Expenditure transferred to Balance Sheet** | | 1,008,643 | 1,881,082 |

**Notes on Accounts** F

Schedules and Notes to Accounts form integral part of these financial statements

Signed In terms of our attached Report of even date

for RANJIT JAIN & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
F R N. 322505E

RANJIT JAIN
(Partner)
Membership No. 05
UDIN 23056597BGXUJ9511.8
Unit No. H605A, 6th floor
Diamond Heritage, 16, Strand Road,
Kolkata - 700001
Date 27/05/2023

RANJIT JAIN & CO. Chartered Accountants Kolkata 700 001

for DIAMOND CITY WEST APARTMENT OWNERS ASSOCIATION

President Treasurer

# Diamond City West Apartment Owners' Association

**Registration No. 26 A/2017**

## Board of Managers

**Sudipta Patra**, *President*

Arnab Majumdar, *Secretary*

Raj Kumar Goel, *Treasurer*

Manoshi Chowdhury, *Vice-President*

Sidheshwar Ghosh, *Assistant Secretary*

Navneet Jhunjhunwala, *Assistant Secretary*

Vikash Kumar Dhokania, *Assistant Treasurer*

**<u>Board Managers</u>**

Dr. Amalendu Ghosh
Alak Mazumder
Anil Krishnan
Aniruddha Sarkar
Anju Shah
Anudhyan Talukdar
Arnab Das
Dr. Ashoke Sutradhar
Avijit Chatterjee
Deepak Agarwal
Gobinda Prasad Senapati
Gouri Shankar Singh
Haradhan Mukherjee
Jasbir Singh Anand
Jay Prakash Jain
Jayanta Chakraborty
Madhumita Mukhopadhyay
Md. Zafar Alam
Navin Kumar
P.V. Saseendran
Papia Halder
Partha Pratim Roy
Pradip Kumar Agarwal
Pradip Bhattacharya
Rajesh Khandelwal
Rakesh Roongta
Ramesh Kumar Choudhary
Ranjan Chakraborty
Rikta Joardar
Sahana Banerjee
Sandhya Ghosh
Dr. Sandip Kumar Ghosh
Saptarshi Nayak
Sheonath Prasad
Somali Mukherjee
Sundeep Jhunjhunwala
Sweta Bhattacharya
Tanuka Chatterjee
Vijay Shankar
Vijith A.K. Raghavan
Vipin Lakhmani

# DCW-Amidst Nature

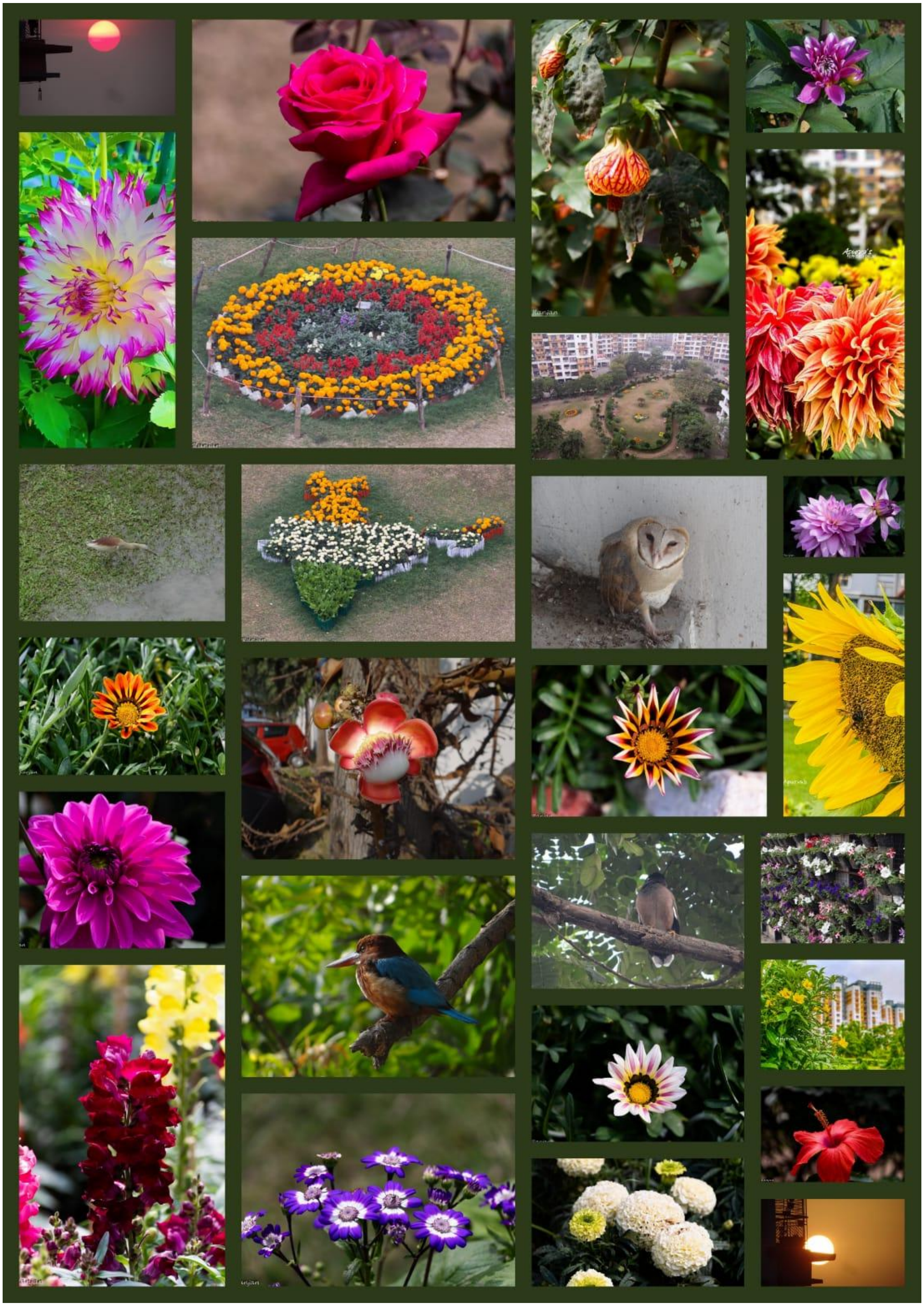

*With best compliments from*

asianpaints

PROJECT SALES

asianpaints

GOLDEN BRUSH APPLICATORS

# *M/S Munna Mahato*

**A/114, Rabindrapally, Baghajatin Rail Gate,**

**Kolkata 700086**

**Mobile: 9163306328**

email: 98744251ms@gmail.com

**A Premium Applicator of Asian Paints Products**

CENTURYLAMINATES®
CENTURYPLY®
Beauty is what beauty does
CENTURY
Heroes
Watch, like, and
share the film on
Century Plyboards India Limited
IN ASSOCIATION WITH
Brave Souls
FOUNDATION

*With best compliments from*

# *A WELL-WISHER*

*With best compliments from*

# ROADS (INDIA) INTERNATIONAL

## GOVT.CONTRACTOR (R & B)

### MOHANBATI, RAIGANJ,UTTAR DINAJPUR-733134(W.B.)

**Office**

**Shapan Kundu**

**Hospital Road, Raiganj,Uttar Dinajpur**

**Dial: (03523) 241631(O),241935(R)**

**Mobile: 9434052945**

**Mobile: 9434052945**

**Office**

**Paras Saraogi**

**Tulshitala, Raiganj,Uttar Dinajpur**

**Dial: (03523) 252218(O),250049(Fax)**

**Mobile: 9434050049**

**E-mail: rii.mj@gmail.com**